NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অমৃতকুম্ভে শাহী আখড়া

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট ৮

কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.02.2025, Vol.18, Issue No. 250 8 Pages, Price 3.00

পুনর্নির্মাণ হবে ট্যাংরাকাণ্ডের, সিপি অপেক্ষায় ময়নাতদন্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরার দে পরিবারের সদস্য ১৪ বছরের প্রিয়ম্বদা দে। মা এবং কাকিমার সঙ্গে তার দেহও উদ্ধার করা হয়েছে বুধবার। কিশোরীর মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানালেন, ওই কিশোরীর ঠোঁট এবং নাকের নীচে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কী ভাবে সেই আঘাত লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া, কিশোরীর মা এবং কাকিমার (রোমি দে এবং সুদেষ্ণা দে) হাতের শিরা কাটা ছিল। দু'জনের গলাতেই আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তার বাবা, কাকা (প্রণয় দে এবং প্রসূন দে) এবং খুড়তুতো ভাই (প্রতীপ দে) পথদুর্ঘটনায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে তাঁদের গাড়ি পিলারে ধাক্কা মারে বুধবার ভোর রাতে।

সিপি জানিয়েছেন, ট্যাংরার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে। যে হেতু পরিবারের দুই সদস্যই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাই সেই প্রক্রিয়ায় দেরি হচ্ছে। এখনই পুনর্নির্মাণ করা যাচ্ছে না। প্রণয় এবং প্রসূন সুস্থ হলে তাঁদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা।

ট্যাংরার দে পরিবারের বাড়িটি চার তলা। তার মধ্যে দোতলার তিনটি পৃথক ঘরে দুই মহিলা এবং এক কিশোরীর দেহ পাওয়া গিয়েছে। ছিল কাগজ কাটার একটি ছুরিও। সেটি হাতের শিরা কাটতে ব্যবহার করা হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। সিপি জানিয়েছেন, পরিবারের সকল সদস্যের মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। তার তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য পুলিশ অপেক্ষা করছে। কী ভাবে তিন জনের মৃত্যু, ওই রিপোর্ট থেকেই তা আরও স্পষ্ট হবে।

তবে ট্যাংরাকাণ্ডে যা যা তথ্য পুলিশ পেয়েছে, তার সবটা এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। সিপি বলেন, 'আরও কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। হাসপাতাল থেকে আহতেরা যা বয়ান দিয়েছেন, তা যাচাই করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই আমরা সব তথ্য প্রকাশ করতে পারছি না। কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।'

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যে নাবালক, তার হাতেও আঘাতের চিহ্ন আছে। সিপি জানান, প্রণয় এবং প্রসূনের মধ্যে এক ভাইয়ের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু অন্য ভাইয়ের তেমন কিছু হয়নি। দুর্ঘটনার আগে না পরে ওই আঘাত লেগেছে, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ যাচাই করছে পুলিশ।

কিশোরী-সহ দুই মহিলার মৃত্যুর সময় নিয়েও ধন্দে পুলিশ। স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, এক দিন আগে থেকেই ওই বাড়ির কাউকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে মৃত্যুর সময়ের জন্যেও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে তদন্তকারীরা।

ভ্রম সংশোধন

১৯ ফেব্রুয়ারি তথা বুধবারের একদিন পত্রিকার প্রথম পাতার 'ধর্ম বেচে খাইনা...' শীর্ষক সংবাদের শিরোনামে 'ধর্ম বেঁচে খাইনা...' লেখা হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত 'বেঁচে' শব্দের ভুল বানানের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

ট্যাংরায় এক পরিবারের তিন জনের রহস্যমৃত্যু

পথদুর্ঘটনার সূত্র ধরে চাঞ্চল্যকর রহস্যের উদঘাটন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ট্যাংরা থানা এলাকায় একই পরিবারের তিন সদস্যের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে বাড়ি থেকেই তিন জনের নিথর দেহ উদ্ধার করে ট্যাংরা থানার পুলিশ। মৃতদের হাতের শিরা কাটা ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কী ভাবে এই মৃত্যু, আত্মহত্যার ঘটনা কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। বস্তুত, একটি পথদুর্ঘটনার সূত্র ধরে ট্যাংরার বাড়িটিতে গিয়েছিল পুলিশ। তারাই তিন জনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে এক মহিলার স্বামী পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে পরিবারের তিন জনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে শোরগোল শুরু হয়েছে ট্যাংরার অতুল শূর রোড এলাকায়। জানা

গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে দু'জন মহিলা এবং এক কিশোরী। তাঁরা সকলেই আত্মহত্যা করেছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আত্মহত্যা করলে তার কারণ কী, সেটাও তদন্তসাপেক্ষ। যদিও বেলা যত গড়িয়েছে, এই মৃত্যুগুলির কারণ খুঁজতে গিয়ে পরতে পরতে রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

খবর পেয়েই পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের তোড়জোড় চলছে। ঘটনাস্থলে যান ট্যাংরা থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। ঘটনাস্থলে যান লালবাজার হোমিসাইড শাখার আধিকারিকেরা। ঘটনাস্থলে যান যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধদমন)। প্রতিবেশীরা জানান, ওই পরিবারের মধ্যে কোনও অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেননি তাঁরা। তবে মঙ্গলবার থেকেই বাড়ির কাউকে তেমন বাইরে দেখতে পাওয়া যায়নি।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, বুধবার সকালে রুবি এলাকার কাছে একটি পথ দুর্ঘটনা হয়। তাতে দু'জন আহত হন। সেই দুর্ঘটনায় এক আহতের পরিবারের খোঁজ করতে গিয়ে বাড়ি থেকে তিন জনের নিথর দেহ উদ্ধার করেন পুলিশকর্মীরা।

মমতার 'মৃত্যুকুম্ভে'র জবাব যোগীর

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি: মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তার পাল্টা জবাব দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মমতার দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিলেন তিনি। ৫৬ কোটি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি।

মহাকুম্ভ পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে সমালোচনায় সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে অ্যাখ্যা দেন তিনি।

এরপরই ওঠে সমালোচনার ঝড়। বুধবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আমরা যখন আলোচনা করছি, তখন কুম্ভে ৫৬ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ সঙ্গমে ডুব দিয়েছেন। ভারতের আস্থা বা মহাকুম্ভের বিরুদ্ধে যারা মন্তব্য করছেন, মিথ্যা ভিডিয়ো দেখাচ্ছেন, তারা ৫৬ কোটি মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলছেন। ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। সনাতন ধর্মের সবথেকে বড় উৎসবের অপমান করেছে তৃণমূল।' যোগী বলেন যে সনাতন ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এই ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করা যদি অপরাধ হয়, তবে সরকার এই অপরাধ করবে।

মমতার পাশে শংকরাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি তাঁর মন্তব্যের বিরোধিতায় সরব। তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করেছেন শংকরাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। প্রকৃত ব্যবস্থাপনার করা হয়নি বলেই যোগী প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '৩০০ কিলোমিটার লম্বা যানজট। এটা অব্যবস্থা নয় তো কী? পুণ্যার্থীদের জিনিসপত্র নিয়ে ২৫-৩০ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছে। পুণ্যস্নান ভেবে যেখানে ডুব দিয়েছেন পুণ্যার্থীরা সেখানে মিশেছে অপরিষ্কার জল। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই জল স্নানের যোগ্যই নয়। অথচ সেখানেই কোটি কোটি মানুষকে স্নান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সুতরাং উচিত ছিল জল পরিশুদ্ধ করা। কারণ, ১২ বছর অন্তর মহাকুম্ভ হয়, তাহলে কেন আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হল না?'

মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে যে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কুম্ভ আসার পথে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'সরকার এদের পাশে রয়েছে। যথা সম্ভব সাহায্য করব আমরা। কিন্তু এটা নিয়ে কী রাজনীতি করা উচিত?' তিনি আরও বলেন, 'এটা বিজেপি সরকারের সৌভাগ্য যে মহাকুম্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছে, আয়োজনের সুযোগ পেয়েছে। আমরা নিজেদের দায়িত্ব জানি। গোটা দেশ ও বিশ্ব মহাকুম্ভে অংশ নিয়েছে। এই সব মিথ্যা প্রচারে কান দেবেন না।'

বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'এরা প্রথম দিন থেকেই কুম্ভের বিরোধিতা করছে। কুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলছে। মহাকুম্ভের বদনাম করার ষড়যন্ত্র চলছে। ওদের ভাষা সভ্য সমাজের ভাষা নয়। অনর্গল প্রলাপ মানুষের আস্থার উপর আঘাত করছে। মানুষ ওদের অপপ্রচার মানছে না। কুম্ভের প্রচার করা অন্যায় নাকি! উত্তরপ্রদেশ নিয়ে এখন মানুষের ধারণা বদলেছে। এরা আকবরের কেল্লার কথা জানে না। অক্ষয় বটের কথা জানত না। রেলের কাজ যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য।' একা যোগী আদিত্যনাথই নন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'সনাতন ধর্মের অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি আজকের নয়। হাজারো বছর ধরে গঙ্গার জলের মতো ভারতীয় সংস্কৃতি প্রবাহিত হয়ে আসছে। যাঁরা সনাতন ধর্মের দিকে আঙুল তোলেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লোকসান করছেন। মানুষের আস্থা-ভরসা-ভাবনার উপর আঘাত করা অপরাধ সমান।'

দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শালিমার বাগের বিধায়ক রেখা গুপ্তাকে বেছে নিলেন বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব! দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন বেনিয়া সম্প্রদায়ের মুখ রেখা গুপ্তা। বুধবার সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের সামনে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় রামলীলা ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী-সহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যেরা শপথ নেবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে বুধবার সকালে বিজেপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মঞ্চ সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক হয়। তবে ওই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের দল কিছুই জানায়নি। সেখানে 'কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক' হিসাবে রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং ওমপ্রকাশ ধনখড়ের নাম ঘোষিত হয়। সন্ধ্যায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা করেন দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক। প্রসঙ্গত, ২৭ বছর পরে ফের দিল্লির ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। দিল্লির ৭০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে

বিজেপি জয়ী হয়েছে ৪৮টি আসনে।

বণিক সমাজের প্রতিনিধি রেখা একদা সঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপির নেত্রী ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের সভাপতি পদের নির্বাচনেও জিতেছিলেন তিনি। তবে এই প্রথম বার বিধায়ক হলেন তিনি। নয়াদিল্লি আসনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো প্রবেশ বর্মা বুধবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে রেখার নাম প্রস্তাব করেন। ঘটনাচক্রে, ১৯৯৮ সালে দিল্লির ক্ষমতা হারানোর সময়ও বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদে ছিলেন এক মহিলা নেত্রী; সুষমা স্বরাজ।

গত ৫ ফেব্রুয়ারির গণপর্বের ১১ দিন পরে অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রেখার নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। সুষমা, শীলা দীক্ষিত, আতিশী মারলেনার পরে দিল্লি পেল চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

তথ্যপ্রমাণ দিয়েই শিশুধর্ষণকাণ্ডের কিনারা: সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়তলার ফুটপাথে নির্যাতিতা শিশুটি এখনও জীবিত। হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় সোমবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। মঙ্গলবার তাঁকে ফাঁসির শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতা জীবিত থাকার পরেও দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা বিরল। বুধবার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা জানালেন, এ ক্ষেত্রে সম্ভবত বড়তলাকাণ্ডই প্রথম। বড়তলার ফুটপাথে সাত মাস বয়সি শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে গত নভেম্বরে। কিছুদিন পর ঝাড়গ্রাম থেকে অভিযুক্ত রাজীব ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাঁকে শনাক্ত করেছিল পুলিশ। বড়তলাকাণ্ড নিয়ে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সিপি। তিনি বলেন, 'যা তথ্যপ্রমাণ ছিল, তার উপর নির্ভর করে ঝাড়গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রাজীব ঘোষকে। এই ঘটনার তদন্তের জন্য সিট গঠন করেছিলাম আমরা। ২৮ দিনের মধ্যে চার্জশিট দিতে পেরেছি। ৭৯ দিনের মাথায় অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সম্ভবত এটাই প্রথম কোনও ধর্ষণের ঘটনা, যেখানে নির্যাতিতা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পুরোটাই তদন্তকারী আধিকারিক, ডিসি (উত্তর) এবং যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ)-এর নেতৃত্বাধীন দলের কৃতিত্ব।'

পদপিষ্ট: কর্তৃপক্ষকে দুষল আদালত

■ টিকিট সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও রমরমিয়ে চলছিল টিকিট বিক্রি। এই টিকিট বিক্রিই কি কাল হল নয়াদিল্লিতে! এ বার দিল্লি স্টেশনের পদপিষ্টের ঘটনায় এমনটাই প্রশ্ন তুলল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার উচ্চ আদালতে ওই বিষয়ক একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই বিচারপতি দেবেন্দ্র উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার বেঞ্চ রেলকে প্রশ্ন করে, কেন বিক্রয়যোগ্য টিকিটের সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল? দিল্লির ঘটনার পরপরই তদন্ত পরিচালনার জন্য উত্তর রেলের বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা বিভাগের দুই শীর্ষস্থানীয় কর্তাকে নিয়ে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছিল রেল মন্ত্রক।

বছরে দু'বার হবে সিবিএসই

■ পড়ুয়াদের উপর চাপ কমাতে এবার অভিনব পদক্ষেপ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই-র। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষা দুই বারে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সিবিএসই-র ২৬০টি স্কুলে লাগু হবে এই নিয়ম। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সম্প্রতি বৈঠকে বসে কেন্দ্র। যেখানে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিবিএসই কর্তারা।

'সুসম্পর্কের জন্য শুল্ক ছাড় নয়', মোদির সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ট্রাম্প

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আরও উন্নতি চায় আমেরিকা। কিন্তু তা শুল্ক ছাড়ের বিনিময়ে নয়! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দেশের সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন এ কথা। ঘটনাচক্রে, ওই সাক্ষাৎপর্বে ট্রাম্পের সঙ্গেই হাজির ছিলেন তাঁর সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা, ধনকুবের এলন মাস্ক। যাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ট্রাম্প সরকার ভারতের জন্য বরাদ্দ ১৮২ কোটি টাকা (২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার) অনুদান ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প। তার পর তাঁর এই মন্তব্য 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন অনেকেই। মোদির সঙ্গে ওই বৈঠকে যে তিনি আমেরিকার শুল্কনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, সে কথাও জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'তিনি এখানে এসেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আপনি শুল্ক ধার্য করুন বা না-করুন, আমি করবই।' শুধু ভারত নয়, প্রতিটি দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যেই তিনি শুল্ক বসাবেন বলেও স্পষ্ট করেছেন ট্রাম্প। মোদির ওই সফরেই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বহর ৫০,০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তি করেছে ভারত এবং আমেরিকা। তবু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের তো বটেই, বাণিজ্য সহযোগীদের উপরেও পাল্টা আমদানি শুল্ক বসাতে চলেছে তাঁর প্রশাসন।

সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া বিভিন্ন পণ্যের উপরে কতটা শুল্ক বসবে, তা এপ্রিলের দিকে স্পষ্ট হবে। ভারত পাল্টা কোনও পদক্ষেপ করে কি না, তা বোঝা যাবে তার পরেই। যদিও ট্রাম্পের 'পারস্পরিক শুল্ক' (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) বসানোর ঘোষণায় ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, পোশাক, জুতো-সহ ভারতের শ্রম নিবিড় পণ্যের উপরে আমেরিকা এখনই ১৫ থেকে ৩৫ শতাংশ শুল্ক চাপায়। অন্যদিকে, আমেরিকা থেকে আসা একটা বড় অংশের পণ্যের উপরে ভারত চাপায় ৫ শতাংশ কর। মোদির সফরের আগেই অ্যালুমিনিয়াম এবং ইস্পাতজাত পণ্যের উপর নতুন করে শুল্ক বসানোর বার্তা দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই নীতি কার্যকর হলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কে টানাপড়েন আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। আমেরিকার একটি বাণিজ্য সমীক্ষা সংস্থার রিপোর্ট বলছে, ট্রাম্প পারস্পরিক শুল্ক চাপালে ভারতের সম্ভাব্য বার্ষিক লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০০ কোটি ডলার। সবচেয়ে ক্ষতি হতে পারে গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাগুলির এবং কৃষি ক্ষেত্রে। কিন্তু হোয়াইট হাউসের বৈঠকে কি মোদি এ নিয়ে কোনও আপত্তি জানাননি? টিভি সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের জবাব, "আমার সঙ্গে তর্ক করে কেউ পারবেন না। আমি যদি বলি ২৫ শতাংশ (শুল্ক), তিনি বলবেন 'উফ ভয়াবহ'। কিন্তু আমি তা বলব না। আমি শুধু বলি, আপনি যাই ধার্য (শুল্ক) করুন না কেন, আমি করবই।"

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২০২৪ 1st Class জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টে A/71 নং এফিডেভিট বলে আমি DIPANWITA POREL D/o- SANJU POREL নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র SK SARMIN নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Pranjal Chakrabarti ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prasanta Kumar Chakrabarti ও Prasanta Chakrabarti উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩৭২ নং এফিডেভিট বলে Kazi Abul Soraf S/o. Kazi Abul Kasham ও Abdulsoraf Kazi S/o. A. K. Kazi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২০ নং এফিডেভিট বলে Himadri Prosad Sinha Roy S/o. Suryakanta Sinha Roy ও Himadri Prosad Singh Roy, Himadri Sinha Roy S/o. Suryakanta Singh Roy, S. Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Patra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tarak Chandra Patra ও Tarak Patra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mou Chattopadhyay R/o. Jirat, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Malay Kumar Chattopadhyay, Malay Chattapadhyay, Malay Chattopadhyay, Malay Kr. Chattopadhyay ও M. K. Chattopadhyay সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমার মক্কেল শ্রী হারান চন্দ্র দাস, পিতা- অষ্টম চন্দ্র দাস মহাশয় গত ইং ০৫.০২.২০০৮ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯১ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। বেচাবালা দাসী, ২। শান্তি কুমার দাস, ৩। বিজয় কুমার দাস, ৪। রাখাল চন্দ্র দাস মহাশয়/ মহাশয়া, সাং কোনা গনের নিকট হইতে কোনা মৌজায় জে.এল. নং ১০৭, সাবেক ৯৫৭ নং খতিয়ানে সাবেক ৬২৮ নং দাগে ৮ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতি বার ৭ই ফাল্গুন। শুক্লা সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ, সকাল ৬/৪৯ পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দের বিশেষ করে যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পুর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ শরৎচন্দ্র বসু র প্রয়াণ দিবস। শাকাষ্টাশ্রাদ্ধ। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। বিপনারম্ভ। দেবতা গঠন।)

নাম পরিবর্তন

আমি Payal Bairagi পিতা Ashim Bairagi ঘোষণা করছি যে আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও বার্থ সার্টিফিকেটে আমার বাবার নাম ভুলবশত Ashim Kumar Bairagi লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গত ২০/১১/২০২৪ তারিখে বারাসতের এল.ডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং ৩৯৩৪ দ্বারা **Ashim Bairagi** ও **Ashim Kumar Bairagi** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

I, Mahammad Yousuf Siddique (WBP-ID 2003055525) S/o A.K. Mahammad Jamiluddin Siddique residing at Vill- Kamdebpur, P.O- Jagatballavpur, P.S- Jangipara, Dist– Hooghly Pin- 711408/712404 W.B. declares that in my Service record my name recorded my name, my wife's name and my father's name has been wrongly recorded as Md. Yousuf Siddique, Masammand Akiba Siddique and Md Jamiluddin Siddique respectively instead of actual name Mahammad Yousuf Siddique, Akiba amin Siddique and A K Mahammad Jamiluddin Siddique respectively. That Md. Yousuf Siddique and Mahammad Yousuf Siddique, Masammand Akiba Siddique and Akiba Amin Siddique and , Masammand Akiba Siddique and Md Jamiluddin Siddique and A K Mahammad Jamiluddin Siddique all are same and one indentical person vide affidavit no. 586 dated 28.01.25 before Judicial Magistrate (1st Class), Alipore.

DECLARATION

I, Arun Kumar Bohra S/O Kamal Singh Bohra residing at 16A, Dover Road, 2nd Floor, Kolkata- 700019 do hereby declare vide affidavit filed before the Notary Public at Kolkata dated 19.02.2025 that my full and actual name is Arun Kumar Bohra and it is recorded in my relevant documents but my name has been mentioned as Arun Bohra in my previous documents. Arun Kumar Bohra and Arun Bohra is one and the same identical person.

আমার মক্কেল বাসন্তী দেবী, স্বামী চামারী পন্ডিত মহাশয়া গত ইং ০৩.০৯.২০১৫ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং- ৪, ভলুম নং-০৫০১-২০১৫, পাতা নং-৪৮২৬ হইতে ৪৮৩৯, বিয়িং নং-০৫০১০০৮৫১ নং পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে রবীন্দ্র মাহাতো, স্বামী-রাজকুমার মাহাতো, সাং-১৪২/১৪৩/৫ মধুসূদন পালচৌধুরী লেন, মহাশয়ের নিকট হইতে কোনা মৌজায় (জে.এল. নং ১০৭), খতিয়ান নং ৯৫৭ নং হাল ৯৪০, দাগ নং ৬২৮ নং হাল ৬৫৪, ১ কাঠা ৬ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শিখারানী নন্দী, স্বামী - কার্ত্তিক চন্দ্র নন্দী, সাং ও পোঃ -বৈদ্যপুর, থানা - কালনা, জেলা বর্ধমান (বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান), মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-147 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **মাফুজুর রহমান**, পিতা - সেলিমউদ্দিন ফাতমি, সাং-বাঁটিকা রায়পাড়া, পোঃ - বৈঁচী, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন-৭১২১৩৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৯/০৯/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4149/14 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে **(পল্টু হালদার**,পিতা - স্বর্গীয় ভূষন হালদার, সাং - বাঁটিকা রায়পাড়া, পোঃ- বৈঁচী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৪) বিক্রয় করেন।

তপশীলঃ – জেলা – হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - বাঁটিকা, জে.এল. নং - ৭, হাল এল.আর. ১২৮১/৩ নং খতিয়ানে সাবেক ১৭০৬ তথা হাল এল.আর. ১৭৫০ নং দাগে শুনা জমি ১ আনায় ১১৫ শতক ইহার মধ্যে নিজাংশে ০৪.১০ শতক তন্মধ্যে ০১.২৫ শতক আমমোক্তার ক্ষমতাবলে বিক্রেতার বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমি অত্র ক্রেতা উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **পল্টু হালদার (ক্রেতা)**

DOCUMENTS MISSING

Notice is hereby given that my clients MR. PRASUN KUMAR DAS and MRS. JOLLY DAS have lost / misplaced the Registered Original General Power of Attorney executed by Sri Kamala Prosanna Saha @ Sri Kamal Saha in favour of Sri Sandip Saha recorded in Book no. IV, Volume No. 105, Pages – 95 to 100, Being No. 6205 for the year 2006, registered at A.R.A. III, Kolkata on 08.12.2006 in respect of premises Nos. 203, Maharaja Nanda Kumar Road (South) and 21/1, Barada Basak Street, Post Office and Police Station- Baranagar, Kolkata-700036, District- North 24 Parganas, within the limits of Baranagar Municipality in Ward No. 5(old) , 31 (new), West Bengal. A Police complaint has been lodged with the Baranagar Police Station, Kolkata on 18.02.2025 vide GD. E. No. 1257. If anyone is in possession or finds it or has any query and or information about it kindly contact me and handover the same at my chamber to the below mentioned address, within 15 days from the date of publication of this notice.

Sanhita Saha (Advocate)
High Court, Calcutta
Address: 117, A.J.C Bose Road
Ground floor, Kolkata 700014

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী জয়দেব হালদার, পিতা-হরলাল হালদার, বিগত ২০১৮ সালের D.S.R.-III বারাসাত অফিসে বুক নং-IV, Being No. 152500063/2018, Page No. 1509-1525 নং আমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী অমিত রায়, পিতা- শ্রী অরুন কুমার রায় নিকট হইতে কাঠোর মৌজায় জে.এল নং- ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৯১৮১, ৯১৭২। ৭৬ নং দাগে ১ (এক) কাটা ২ ছটাক ৩ বর্গফুট পরিমান জমি অত্র অফিসে I-6730/2019 সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে Barasat-I, B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন। ৮০১৭৫২৮৩২৪

Akkasali Mallik
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Parganas
মোবাইল নং- ৮০১৭৫২৮৩২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, মেসার্স. রিচ ড্রেজিং লিমিটেড -এর পক্ষে শ্রী কৌশিক প্রধান, পিতা- স্বপন কুমার প্রধান, ইংরাজী ০২/০২/২০২৪ তারিখে ৩৫৭ /২০২৪ -নং এবং ইংরাজী ০৯/০২/২০২৪ তারিখে ২০৭/ ২০২৪-নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর.- খাতড়া ও শিলদা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৬-নং তিলাবানি মৌজায় এল.আর.- ৮২৩ -নং দাগে, হাল এল. আর.- ৬৫৪ ও ১২১৫ নং খতিয়ানে, মোট ১৮ শতক এবং ১৩৭-নং হিজলি মৌজায় এল. আর. - ৩, ১ ও ২ -নং দাগে, হাল এল. আর. - ২১১/১ ও ৫৬১ নং খতিয়ানে, মোট ৭৬ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ২০/০২/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস.আর.- খাতড়া, বাঁকুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৪৩ -নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে (১) কবিতা মণ্ডল, স্বামী- নারায়ণ মন্ডল, সাং-গুনাইদা, পোষ্ট+থানা- সারেঙ্গা, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৩৪; (২) ঝর্ণারানী মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র মন্ডল, সাং+ পোষ্ট+থানা- সারেঙ্গা, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫০; (৩) সৌরভ মন্ডল, পিতা- কানাইলাল মন্ডল, সাং- পচাপানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা- বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০১ -এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তারদ্বয় (১) শ্রী ধর্মেন্দু মাহাত, পিতা- দশরথি মাহাত, ঠিকানা- বেনাশুলী, পোষ্ট- বারাশোল, থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন- ৭২১৫০৫, (২) বিদ্যুৎ কুমার দাস @ বিদ্যুৎ দাস, পিতা- সুধীর কুমার দাস, ঠিকানা- পচাপানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা-বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন- ৭২১৫০১ -এর নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং বি.এল.আর.ও. রানিবাঁধ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেন, যাহার মিউটেশন কেস নং- **MN/2025/0116/169, MN/ 2025/0116/144**; উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার একমাসের মধ্যে রানিবাঁধ বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

তাং- ১৭.০২.২০২৫

(শ্রী বিনয় চন্দ্র ধাড়া)
Advocate
Mobile- 8436822241

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, মেসার্স. রিচ ড্রেজিং লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রী কৌশিক প্রধান, পিতা- স্বপন কুমার প্রধান, ইংরাজী ২৮/০২/২০২৪ তারিখে ২৮৬ /২০২৪-নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ. ডি. এস. আর. শিলদা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৬-নং তিলাবানি মৌজায় এল. আর.- ৮১৯, ৮২০, ৮২৬, ৮২৭-নং দাগে হাল এল. আর.- ১২৪৯ -নং খতিয়ানে মোট ৩২ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৮/০৪/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর.- খাতড়া, বাঁকুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৪৫-নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে শ্রী কাজল রানী মণ্ডল @ কাজল রানী মল্লিক, পিতা- অশ্বিনী কুমার মন্ডল, ঠিকানা- ডিএ-৫৭, ফ্ল্যাট নং- ১ নিউ টাউন, পোষ্ট+থানা- নিউ টাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫৬ -এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী তন্ময় মণ্ডল, পিতা- লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, ঠিকানা- পচাপানি, পোঃ-বাঁশপাহাড়ি, থানা-বেলপাহাড়ি, জেলা-ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০১- এর নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং বি.এল.আর.ও. রানিবাঁধ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেন, যাহার মিউটেশন কেস নং -MN/2025/0116/141, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার একমাসের মধ্যে রানিবাঁধ বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

তাং- ১৭.০২.২০২৫

(শ্রী বিনয় চন্দ্র ধাড়া)
Advocate
Mobile- 8436822241

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, মেসার্স রিচ ড্রেজিং লিমিটেড -এর পক্ষে শ্রী কৌশিক প্রধান, পিতা-স্বপন কুমার প্রধান, ইংরাজী ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে ১০২৪/২০২৪ -নং (বিক্রেতা নং ১ ৩), ইংরাজী ১২/০৪/২০২৪ তারিখে ৬৮২/২০২৪ -নং (বিক্রেতা নং -৪) এবং ইংরাজী ০৮/০৪/২০২৪ তারিখে ৬৪২/২০২৪ -নং (বিক্রেতা নং -৫) আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ. ডি. এস. আর. শিলদা ও ঝাড়গ্রাম অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৬ -নং তিলাবানি মৌজায় এল.আর.-৮২২/১০৯৭, ৮১২, ৮১৩ -নং দাগে, হাল এল. আর.- ৫১ ও ৭০০ নং খতিয়ানে, মোট ৭৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ০২/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর.- খাতড়া, বাঁকুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫০২/২০২৪ -নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে (১) শ্যামল কান্তি মল্লিক, পিতা- স্বর্গীয় কানাইলাল মল্লিক, ঠিকানা- ওয়ার্ড নং ২৩, মিত্র কম্পাউন্ড, পোষ্ট- মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন -৭২১১০১; (২) সলিল কুমার মল্লিক, পিতা-স্বর্গীয় কানাইলাল মল্লিক, ঠিকানা- নুতন দিহি, সাং+পোষ্ট+ থানা- ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০৭; (৩) পার্বতী মণ্ডল, পিতা- স্বর্গীয় কানাইলাল মল্লিক, ঠিকানা- রায়পুর বাজার, পোষ্ট- গড় রায়পুর, থানা- রায়পুর, পিন-৭২২১৩৪; (৪) রবীন্দ্র মন্ডল, পিতা-কুইদা প্রসাদ মন্ডল, ঠিকানা- পচাপানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা-বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন- ৭২১৫০১; (৫) কৃষ্ণা মন্ডল, পিতা- কুইদা প্রসাদ মন্ডল, ঠিকানা- পচাপানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা- বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০১ -এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী ধর্মেন্দু মাহাত, পিতা- দশরথি মাহাত, ঠিকানা- বেনাশুলী, পোষ্ট- বারাশোল, থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন- ৭২১৫০৫- এর নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং বি.এল.আর.ও. রানিবাঁধ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেন, যাহার মিউটেশন কেস নং- MN/2025/0116/143, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন -এর বিষয় কোনো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার একমাসের মধ্যে রানিবাঁধ বি.এল.আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

তাং- ১৭.০২.২০২৫

(শ্রী বিনয় চন্দ্র ধাড়া)
Advocate
Mobile- 8436822241

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৫৩/২৪

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো হইতেছে যে জেলা- হুগলী, মৌজা- ধর্মপুর,, জে এল -১৭ - আর.এস. খতিয়ান নং- ৭০ ও ৩৭৯, আর.এস. দাগ নং ১৫৯, এল.আর খতিয়ান নং ১৬৭ এবং এল.আর দাগ নং ৩৫২, ৩ কাঠা ১৩ বঃফুঃ বাস্তু জমির ১/৩ অংশ লইয়া কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পিতা- ৺কালীচরণ মুখোপাধ্যায়, সাকিম- বঙ্কিমকানন, চুঁচুড়া, হুগলী-এর ১৪-০৩-২০০২ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত উইলের লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য **শ্রীমতী তপতী মুখার্জী**, স্বামী- ৺সুনীল কুমার মুখার্জী, সাকিম- বঙ্কিমকানন, চুঁচুড়া, পো: চুঁচুড়া রেলওয়ে স্টেশন, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তির কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা কোনো উকিলবাবু মারফৎ অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানি হবে।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সুকুমার মন্ডল (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমতি অনুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, মেসার্স. রিচ ড্রেজিং লিমিটেড-এর পক্ষে শ্রী কৌশিক প্রধান, পিতা- স্বপন কুমার প্রধান, ইংরাজী ০৪/১২/২০২৩ তারিখে ৫৫৭৯ /২০২৩-নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর. বাঁকুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, ১৩৬-নং তিলাবানি মৌজায়, এল. আর. - ৮২০ নং দাগে, হাল এল. আর. ৩১২-নং খতিয়ানে, মোট ৩৩ শতক সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৯/০১/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর. -খাতড়া, বাঁকুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৮-নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে শ্রী বাপ্পাদিত্য মল্লিক, পিতা- করুনা মল্লিক, ঠিকানা-পচাপানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা- বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন-৭২১৫০১-এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী সুদীপ দাস, পিতা- লক্ষ্মীকান্ত দাস, ঠিকানা- পচা পানি, পোঃ- বাঁশপাহাড়ি, থানা- বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম, পিন- ৭২১৫০১-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং বি. এল. আর. ও. রানিবাঁধ অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করেন, যাহার মিউটেশন কেস নং- MN/2025/0116/140, উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশন সম্পর্কিত কোনো বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার একমাসের মধ্যে রানিবাঁধ বি. এল. আর.ও. অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হইবে।

তাং- ১৭.০২.২০২৫

(শ্রী বিনয় চন্দ্র ধাড়া)
Advocate
Mobile- 8436822241

বিজ্ঞপ্তি

ইন দিও কোর্ট অফ ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, এ্যাট চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ প্রবেট কেস নং-৭৩/২০২৩

দরখাস্তকারী-শ্রী বরুন দাস, পিতা ৺মনোরঞ্জন দাস, সাং-নবগ্রাম, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, এতদ্বারা সর্ব সাধারন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে, উর্মিলা দাস ওরফে উর্মিলা বালা দাস, স্বামী স্বর্গীয় মনোরঞ্জন দাস, সাং-নবগ্রাম, পোঃ- মানকুন্ডু, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, তাহার স্থাবর সম্পত্তি লইয়া গত ইংরাজী ১৬/০৮/২০০২ তারিখে এককেতা উইল যাহার নম্বর III-52/2002 করিয়াছেন এবং তাহার পরলোক গমন করার পর উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যদি কাহারও উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে অদ্য প্রকাশনার দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ আদেশ হইবে।

A Schedule Property

1. Property obtained by Arun Das : District Hooghly, A.D.S.R. & Sub-Division Chandernagore, P.S. Bhadreswar, J.L. No. 3, Mouza Nabagram, R.S. Khatian No. 727, 5 Satak or 3 cottah 14 chatak Bastu property along with construction out of $14^{1}/_{2}$ satak out of 16 satak out of total area 65 satak in R.S. Dag No. 96, Bans Bagan at present Bastu.

2. Property obtained by Tarun Das : District Hooghly, A.D.S.R. & Sub-Division Chandernagore, P.S. Bhadreswar, J.L. No. 3, Mouza Nabagram, R.S. Khatian No. 727, 4.37 Satak or 2 cottah 10 chatak 13 sq. ft. Bastu property along with construction out of $14^{1}/_{2}$ satak out of 16 satak out of total area 65 satak in R.S. Dag No. 96, Bans Bagan at present Bastu.

3. Property obtained by Barun Das : District Hooghly, A.D.S.R. & Sub-Division Chandernagore, P.S. Bhadreswar, J.L. No. 3, Mouza Nabagram, R.S. Khatian No. 727, 4.97 Satak or 3 cottah 08 sq. ft. Bastu property along with construction out of $14^{1}/_{2}$ satak out of 16 satak out of total area 65 satak in R.S. Dag No. 96, Bans Bagan at present Bastu.

Soumen Ghosal
Sheristader
District Delegate
Chandernagore
05/02/2025

Krishna Ch. Chatterjee
Advocate
on behalf of petitioner

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, ১) রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ২) দেবদাস ভট্টাচার্য্য, উভয় পিতা- ঁফনীভূষন ভট্টাচার্য্য, ৩) রাধারানী চ্যাটার্জী, স্বামী-শ্রী সমীর চ্যাটার্জী, সর্ব সাং- ইন্দা, বামুনপাড়া, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ইং ১৩.০৩.২০১২ তাং এ.ডি.এস.আর. খড়্গপুর অফিসে বুক- IV-61 নম্বর আমমোক্তারনামা মূলে ১) ভাস্কর চন্দ্র পাত্র, ২) কার্ত্তিক চন্দ্র পাত্র, উভয় পিতা- কৃষ্ণ চন্দ্র পাত্র, উভয় সাং- ১-এ/৮, ইউনিট-ডি, ইন্দা, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর-কে হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও খড়্গপুর-১ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহবান করা হইতেছে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গপুর (টাউন), মৌজা-ইন্দা, জে.এল. নং-২৩২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২০৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৭, ২০৪৫, আর.এস. দাগ নং- ২২০৮, এল. আর দাগ নং- ৬৪২৫, পরিমান- ০৫ ডেঃ।

Subhasish De
Advocate
CIS Code-86
M- 8617057317, 18/02/2025

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী মৈনাক মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়) পিতা ৺শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাকিম ৩৬ এ.এইচ. কে. কে. রোড, এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, দঃ ২৪-পরগণা-৭০০০১৪ মহাশয়া বিগত ইং 22/10/ 2024 তারিখে A.R.O. কলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 12503/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রীমতি অঞ্জনা মুখার্জী (মুখোপাধ্যায়)** পিতা ৺শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাকিম ৩৬ এ.এইচ. কে. কে. রোড, এন্টালি, বেনিয়াপুকুর, দঃ ২৪-পরগণা-৭০০০১৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং অপর দুই শরিক নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 05/11/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1)I-4212/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সফিকুল ইসলাম মল্লিক** পিতা মরহুম নুর ইসলাম মল্লিক মহাশয়কে ৩২০৮ বর্গফুট বা ৭.৩৬ শতক ও 2)I-4211/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **হাবিব মোল্লা** পিতা মরহুম ইব্রাহিম মোল্লা মহাশয়কে ৩২০৮ বর্গফুট বা ৭.৩৭ শতক উভয়ের সাকিম বামনজোল, চিত্রশালী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭, দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গজা, ৯২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৪৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪২৮ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৭ শতক তন্মধ্যে ০.২০০০ অংশে ৩.৪০ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)সফিকুল ইসলাম** পিতা নুর ইসলাম ও **২)হাবিব মোল্লা** পিতা ইব্রাহিম মোল্লা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রীমতি অঞ্জনা মুখার্জী**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺বিভূতিভূষন ভট্টাচার্য্য সাকিম ধারাপাড়া, কোনা, হাওড়া কর্পোরেসান, হাওড়া-৭১১১১৪, মহাশয় বিগত ইং 12/07/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-65/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং পুনরায় **১)ডাঃ রামপদ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাকিম ১১/৫/ই কে কে ব্যানার্জী রোড, বহরমপুর, মর্শিদাবাদ-৭৪২১০১, ও **২) শ্রীমতী তনুজা ভট্টাচার্য্য** স্বামী শ্রী কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য্য সাকিম সাহেব বাগান সমবায় পল্লী, বালি, হাওড়া- ৭১১২০৫ মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং 09/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0121/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য** পিতা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাকিম বৈঁচীগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১) বিগত ইং 16/12/ 2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6314/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং পুনরায় ২) বিগত ইং 16/12/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6286/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জয়দেব ক্ষেত্রপাল** পিতা কেশব ক্ষেত্রপাল সাকিম বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়কে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৫৬৩০ তথা হাল এল.আর. ৫৮৭৯ নং দাগে শালি জমি যথাক্রমে ১)হাল এল.আর ২৩৮৮ নং খতিয়ানে ০৬ শতক ও ২) হাল এল.আর ৩১৯২ নং খতিয়ানে ০৮ শতক একুনে দুইটি পৃথক দলিল মূলে ১৪ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী জয়দেব ক্ষেত্রপাল** পিতা কেশব ক্ষেত্রপাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী নীলোতপল দাস পিতা ৺মধুসূদন দাস সাকিম নওপাড়া, নোয়াপাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয় বিগত ইং ০৩/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3057/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রীমতী জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী ব্যানার্জী** স্বামী শ্রী সোমনাথ চ্যাটার্জী সাকিম সাঁতরাপাড়া, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১২/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ক)I-10198/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী ভোলানাথ ব্যানার্জী** পিতা ৺সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী সাকিম বন্দীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়কে ০৪(চার) শতক ও খ)I-10199/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শিবকিরন ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ সাকিম ৭৮, বিবেকানন্দ সরনী, বড়বাজার, মেরীপার্ক, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়কে ১ কাঠা ১১ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা নোয়াপাড়া, ২৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৮৫১ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১১৭ নং দাগে বাঁশবাগান সম্পত্তি কমবেশী ১৬ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ক) ০৪(চার) শতক এবং খ) ১ কাঠা ১১ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ক) শ্রী ভোলানাথ ব্যানার্জী** পিতা ৺সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী ও **২) শ্রী শিবকিরন ঘোষ** পিতা শ্রী জয়দেব ঘোষ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রীমতী জ্যোৎস্না চ্যাটার্জী ব্যানার্জী**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৭ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার

রাজ্যপালকে জোড়া চিঠি বিজেপি রাজ্য সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ চার বিজেপি বিধায়ককে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড আর বিধানসভার অধিবেশনে মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখ করার ঘটনায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে জোড়া চিঠি পাঠালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

প্রসঙ্গত, বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুভেন্দু-সহ চার বিজেপি বিধায়ককে ৩০ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। শুভেন্দু ছাড়া বাকি তিনজন অগ্নিমিত্রা পাল, বিশ্বনাথ কারক এবং বঙ্কিম ঘোষ। দলের চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করা নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠিতে সুকান্ত লেখেন, 'অধিবেশনের শালীনতা বজায় রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। কিন্তু, এটা উদ্বেগের যে যেসব বিধায়ক বাংলার মানুষের কথা তুলে ধরেন, তাঁদেরই বারবার সাসপেন্ড করেন স্পিকার।' এরই সূত্র ধরে শুভেন্দুদের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন সুকান্ত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত লেখেন, 'রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ দিতে আপনাকে অনুরোধ করছি। বিরোধী দলনেতা-সহ বাকিদের উপর থেকে দ্রুত সাসপেনশন প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।' এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অবশ্য বলছেন, শুভেন্দুর

সাসপেনশন নিয়ে রাজ্যপালকে আলাদা করে সুকান্তর চিঠি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর প্রতিবাদ করে রাজ্যপালকে আর একটি চিঠি দিয়েছেন সুকান্ত। এই ধরনের মন্তব্য হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করে বলে লিখেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিধানসভার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হোক বলে চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। চিঠিতে সুকান্ত অনুরোধ করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলুন রাজ্যপাল।

হয় প্রমাণ দিন, না হলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চান: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি তৃণমূল সরকারকে 'জঙ্গি সরকার' বলে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এবার তার দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার 'জঙ্গি সরকার' কটাক্ষের পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বললেন, 'হয় প্রমাণ দিন। না হলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চান।' এরই রেশ ধরে বুধবার শুভেন্দুকে নিশানা করেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'শুভেন্দু কুৎসা করছেন। মমতা কী দেননি শুভেন্দুকে? আজ বিজেপিতে গিয়েছে বলে যে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাঁকেই

এভাবে আক্রমণ করছে। এভাবে বলতে বিবেকের দংশনও হয় না!' এরপর রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, আগামী নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে জিততে পারবেন না শুভেন্দু। শুধু তাই নয়, জঙ্গি সরকার আক্রমণ নিয়ে সরাসরি কুণাল তোপ দাগেন শুভেন্দুকে। বলেন, '২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম। তার মধ্যে অভিযোগ প্রমাণ করুন। নাহলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চান। বলুন, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।' এখানেই শেষ নয়, কুণাল আরও বলেন, 'ভবানীপুরের দিকে তাকালেই চোখ ঝলসে যাবে শুভেন্দুর। জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।' প্রসঙ্গত, এদিকে চলতি বাজেট অধিবেশনে অধ্যক্ষের দিকে কাগজ ছুঁড়ে সাসপেন্ড হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন তিনি। বলেছিলেন, 'এই সরকার আনসারুল বাংলার সরকার। কাশ্মীরি জঙ্গি জাভেদ মুন্সির সরকার।' এর উত্তর আগেই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভয়া ফান্ডের অর্থ 'নয়ছয়', ফের তলব আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়াকাণ্ডে আন্দোলন থামাতেই বারবার তলব, দাবি আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের। তিলোত্তমা ফান্ডের অর্থ নিয়ে নয়ছয়ের অভিযোগে ফের তলব করা হয়েছে আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের, এমনটাই অভিযোগ। সূত্রে খবর, জুনিয়র ডাক্তারদের তলব করা হয়েছে বিধাননগর কমিশনারেটের টালা থানায়। এই তলব ঘিরে পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। শুধু তাই নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট-'এর ওয়েবসাইট নিয়েও কুৎসা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। আর এমন অভিযোগ করছেন জুনিয়র চিকিৎসকেরাই। যদিও শাসক শিবিরের রয়েছে অন্য যুক্তি। ফলে সব মিলিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলেও।

অভিযোগ, তিলোত্তমাকাণ্ডের সময় যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল সেই অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট -এর বিরুদ্ধে বারবার উঠেছে এই অভিযোগ। প্রসঙ্গত, এর আগেও আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের একবার তলব করা হয়েছিল। একইসঙ্গে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হচ্ছে শাসক শিবির থেকে। টাকা নয়ছয় নিয়ে চাপানউতোর শুরু হতেই নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট-এর ওয়েবসাইট মুছে ফেলা হয়েছে, এমনটাও অভিযোগ করা হচ্ছে শাসকদলের তরফে। এদিকে এই ঘটনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট-'এর তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে প্রথমদিন থেকে এই ওয়েবসাইট সক্রিয় ছিল না। ওয়েবসাইট তৈরির কাজ চলছে। সাইটটি পুরোপুরিভাবে তৈরি হয়ে গেলেই সেটি সামনে আসবে। একইসঙ্গে টাকার হিসাবও দ্রুত সামনে আনার জন্য তারা তৎপর হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। বিবৃতিতেই জুনিয়র ডাক্তারদের সাফ বক্তব্য, 'এহেন মিথ্যাচার করে যারা আন্দোলনকে দমাতে চাইছেন তারা মনে রাখবেন, ন্যায়বিচারের যে লড়াই শুরু হয়েছে তা দীর্ঘজীবী হবে। লড়াই এর শেষ অবধি আমরা আছি, থাকব।'

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে যোগ হচ্ছে নতুন ৫টি বিষয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন পাঁচটি বিষয় যুক্ত করতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন এই পাঁচটি বিষয়ে পড়তে পারবেন শিক্ষার্থীরা। ফলে তা আরও বেশি শিক্ষার বিষয়টি উন্মুক্ত করবে বলেই মত শিক্ষাবিদদের। এছাড়াও আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই উচ্চমাধ্যমিকে শুরু হতে চলেছে সেমেস্টার সিস্টেম। তবে এই বিষয়গুলসো নিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তও রাখা হয়েছ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে।

নতুন যোগ হওয়া বিষয়ের তালিকায় রয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা সায়েন্স (এআইডিএস)। কম্পিউটার সায়েন্স স্কুলে সাবজেক্ট হিসাবে থাকতে হবে। এর জন্য স্কুলে উপরোক্ত বিষয়ে যোগ্য শিক্ষকও থাকতে হবে। পরিবেশ বিজ্ঞান এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্স কিংবা রসায়ন স্কুলে বিষয় হিসাবে অবশ্যই থাকতে হবে। স্কুলে উপরোক্ত বিষয়ে যোগ্য বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক থাকতে হবে। ফিসারিজ এবং অ্যাকোয়াকালচার স্কুলে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বিষয় হিসাবে থাকতেই হবে। স্কুলে উপরোক্ত বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক থাকতে হবে। বিজনেজ ম্যাথমেটিকস এবং বেসিক স্ট্যাটেটিক্স স্কুলে গণিত হিসাবে বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে। স্কুলে উপরোক্ত বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক থাকতে হবে। বেসিক ম্যাথামেটিক্স ফর সোশ্যাল সায়েন্স স্কুলে গণিত হিসাবে বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে। স্কুলে উপরোক্ত বিষয়ে যোগ্য শিক্ষক থাকতে হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মাথায় ভেঙে পড়ল পরীক্ষা কেন্দ্রের পাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক দিতে গিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরেই পরীক্ষার্থীর ওপর ভেঙে পড়ল পাখ া। বুধবার এমনটাই ঘটে মহেশতলা বিবেকানন্দ হাইস্কুলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরীক্ষার্থীকে। স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ের আবহ তৈরি হয় অভিভাবকদের মধ্যে। সূত্রের খবর, এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পরই অর্থাৎ পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রীর মাথায় আচমকা ভেঙে পড়ে পাখা। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয় নন্দিনী মাকাল নামে এক পড়ুয়া। বাটানগরের জাতীয় শিক্ষা মন্দির বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সিট পড়েছিল মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে। এদিন সময়ে পরীক্ষা দিতেও চলে আসে। সময়ে পরীক্ষাও শুরু হয়। এক মনে পরীক্ষা দিতে দিতেই যে এই কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অভিভাবকেরা। গুরুতর অবস্থায় ওই ছাত্রীকে প্রথমে মহেশতলা পুরসভার মাতৃ সদনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভাঙড়ের একটি অন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেয়ের এই পরিণতি দেখে আতঙ্কিত নন্দিনীর বাবা নবীন মাকাল। পরীক্ষার মাঝে মেয়ের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি।

দময়ন্তীর আর্জিকে মান্যতা, কাকদ্বীপে জোড়া খুনের মামলা থেকে সরানো হল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাকদ্বীপে জোড়া খুনের মামলার তদন্ত থেকে অব্যহতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন আইপিএস দময়ন্তী সেন। বুধবার সেই আবেদন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। জোড়া খুনের তদন্তে গঠিত সিট থেকে সরানো হল তাঁকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মামলার তদন্তে গঠিত সিটে চারজন সদস্য রয়েছেন। দময়ন্তীর অনুপস্থিতিতে সিটের নেতৃত্ব কে দেবেন, পরবর্তী শুনানিতে তা ঠিক করবে হাইকোর্ট।

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। ঘরে আগুন লাগিয়ে ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে খ ুনের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় নাম জড়ায় একাধিক তৃণমূল নেতার। আর এই ঘটনায় পুলিশের তরফে যে তদন্ত হয় তাতে একাধিক ত্রুটি সামনে আসে। এরপরই ওই দম্পতিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগের তদন্তে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সিট গঠনের নির্দেশ দেয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ। বিচারপতি ওই নির্দেশে জানিয়েছিলেন, আইপিএস দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে সিট গঠন হবে। এই আইপিএস অফিসারকেই সিটের বাকি অফিসারদের বেছে নিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের আবেদন খারিজ করার কিছুদিন পর রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে সিট থেকে অব্যাহতি চান দময়ন্তী সেন। নিজের আবেদনে তিনি বলেন, নানা রোগে তিনি আক্রান্ত। একদিকে গাড়ি চড়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। পাশাপাশি তাঁর মানসিক চাপ নেওয়া বারণ। সেজন্য সিট থেকে তাঁকে অব্যহতি দেওয়া হোক বলে আবেদন জানান। তাঁর সেই আবেদনই এদিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি মান্থা। ফলে কাকদ্বীপে জোড়া খুনের তদন্তে সিটের নেতৃত্ব দেবেন না তিনি।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে মেঘলা আকাশ, থাকবে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার থেকেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলায়। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। তবে সামগ্রিকভাবে রবিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে রাজ্যে। আর সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টিতে চাষে ক্ষতির আশঙ্কাও করছেন কৃষিজীবীরা। এদিকে আবার অনেক জায়গাতেই মাঠ আলু তোলার কাজ চলছে। বৃষ্টির জেরে সেই কাজে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দিতে পারে বলেও মনে করছেন চাষিরা।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু বৃষ্টি নয়, বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকছে। বজ্রপাতের সময় সাবধানে থাকার পরামর্শ আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কর্তাদের। দার্জিলিং-সিকিমে তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। সুন্দরবনেও সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। সেই সঙ্গে একাধিক জায়গায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে। কলকাতায় বৃষ্টির দাপট বেশি থাকতে পারে বৃহস্পতিতে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, দিনের বেলায় প্রধানত পরিষ্কার আকাশ থাকলেও সন্ধ্যের দিকে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হতে পারে। বৃষ্টির দাপটও বাড়তে পারে সন্ধ্যার পর থেকেই। তবে রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে সকাল থেকেই হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়া এবং বঙ্গোপসাগরে জলীয় বাষ্প সঞ্চারের কারণে এই বৃষ্টিপাত বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সে কারণেই বুধ থেকে রবি পর্যন্ত টানা পাঁচদিন বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলায়। উল্টে শীত কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছে। জেলায় জেলায় ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা।

৭০ হাজারের বেশি ষাঠোর্ধ্ব কৃষক মাসিক ভাতা পাচ্ছেন: শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশি ষাঠোর্ধ্ব কৃষক এক হাজার টাকা মাসিক ভাতা পাচ্ছেন বলে বিভাগীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ বিজেপি বিধায়ক নরহরি মাহাতোর প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী জানান, ২০২৪ সালের ৩১ শে মার্চ সাপেক্ষে রাজ্যে মোট কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা ৭০ হাজার ৭৭২ জন। রাজ্যের যারা কৃষি পেনশন আবেদন করেও পাচ্ছেন না তারা সরাসরি সরকারকে জানালে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও বিধায়কের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ এলে তাঁকে সরাসরি ফোন করে জানানোর পরামর্শ দেন কৃষিমন্ত্রী। এক অতিরিক্ত প্রশ্নের জবে কৃষিমন্ত্রী জানান পুরুলিয়া জেলায় মোট কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা ৪, ৩০২ জন। এর মধ্যে কেউ অনিয়মিত টাকা পাচ্ছেন এমন অভিযোগ পেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ারও তিনি আশ্বাস দেন।

বেসরকারি স্কুল ফি-বৃদ্ধি নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এবার আদালতের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু প্রশ্ন করেন, 'কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না?' প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে হাইকোর্টে রাজ্যের একাধিক বেসরকারি স্কুলের অস্বাভাবিক হারে ফি বৃদ্ধি নিয়ে একাধিক অভিযোগ আসতে থাকে। তারই ভিত্তিতে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এই নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ জানান। তিনি বলেন, এই রাজ্যে অনেক বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধি নিয়ে অনেক আবেদন জমা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 'চার্জ' নামে যে ফি বৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা অন্যায্য। সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, এটার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে কি না তা নিয়ে। এরপরই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এজিকে ডেকে পাঠান। তাঁর উদ্দেশে বলেন, 'এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের কিছু করার দরকার।' এরই পাশাপাশি বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না রাজ্যে। সেখ ানকার পুরো মেকানিজম দেখা উচিত রাজ্যের। এরপৎই বিচারপতির মন্তব্য, 'সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না। রাজ্য সরকার অন্যান্য বিলের মত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' আর এখানেই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? বিলের মধ্যে দিয়ে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' এরই পাশাপাশি রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'অভিযোগ না এলেও কেন এনসিটিই গাইডলাইন অনুযায়ী শিক্ষকদের শিক্ষা দেখা হবে না তা নিয়েও। সঙ্গে বিচারপতি বসু এও বলেন, 'রাজ্যের থেকে এটাই শুনতে পাই, আমরা টাকা দেইনি তাদের তাই তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু রাজ্য চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না।'

এই প্রসঙ্গে এজি জানান, 'মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের অবস্থান জানানো হবে আগামী শুক্রবার।' এই মামলায় বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'অনেক স্কুলে ঘোড়া বা উটের দৌড় শেখানো হলেও, একটা বেসিক ফি রাখা করা উচিত। অনেক স্কুলে এটা বাড়তি আয়ের জায়গা।'

ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের প্লাবনের সমস্যা নিরসনে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন করা নিয়ে বুধবার ফের বিধানসভায় শাসক-বিরোধী চাপানউতোর তৈরি হয়। আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বিধানসভায় ইন্দো ভুটান নদী কমিশন গঠনের আসু প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে সরব হন। তিনি ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসায় সিসামারা নদীর

ভাঙনের জন্য সন্নিহিত এলাকার অধিবাসীদের দুরবস্থার কথা বিধানসভায় তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে সেচ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া অধ্যক্ষ্য ও পরিষদীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ভুটানের ৭৬টি নদী উত্তরবঙ্গকে ধ্বংস করছে। ইন্দে বাংলাদেশ,ইন্দো নেপাল রিভার কমিশন থাকলেও ইন্দো ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করে নি। বিরোধী দলনেতার সম্মতি ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর নির্দেশ দিলেও এই বিষয়ে বিজেপি পরিষদীয় দল পরবর্তীকাল আর কোনো উৎসাহ দেখায় নি।

ডানলপে আইনজীবীর ফ্ল্যাটে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরানগর থানার ডানলপ মোড়ের কাছে একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে থাকেন আইনজীবী বিক্রম সিং। তাঁর আদি বাড়ি পাঞ্জাবে। সম্প্রতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সপরিবারে পাঞ্জাবে গিয়েছেন ওই আইনজীবী। অভিযোগ, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মধ্য রাতে স্কুটিতে চেপে তিন দুষ্কৃতী হানা ওই ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট বন্ধ থাকায় ওরা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে ঘরের ভেতরে থাকা আসবাবপত্র-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের এসি ব্লাস্ট করে খাজান সিং নামে এক দুষ্কৃতীর গায়ে আগুন ধরে যায়। ওই আবাসনের ছাদের ট্যাঙ্কের জল দিয়ে শরীরের আগুন নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে ঘটনার মূল চক্রী খ াজান সিং। যদিও ঘটনার মূল অভিযুক্ত খাজান সিং এখন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে গোটা ঘটনার দৃশ্য ধরা পড়েছে ওই আবাসনের সিসিটিভি ক্যামেরায়। ঘটনার তদন্তে বরানগর থানার পুলিশ। সূত্র বলছে, ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর ডানলপ মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা আত্মঘাতী হন। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ওই শিক্ষিকা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। মৃতার ভাই পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। সেই পাঁচজনের মধ্যে আছেন তৎকালীন স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য খাজান সিং। আর সেই মামলা লড়ছেন আইনজীবী বিক্রম সিং। আইনজীবীর ভাই ছবিন্দার সিং জানান, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ঘটনার দিন রাত ১১ টার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে রেইকি করে যায় খাজান সিং। তখন সে একাই ছিল। মধ্য রাত ২-১৮ নাগাদ একটি সাদা রঙের স্কুটিতে চেপে ফের দু'জনকে নিয়ে হানা দেয় খাজান সিং। তাঁর অভিযোগ, জানলা দিয়ে দাদার ফ্ল্যাটে আগুন লাগিয়ে দেয় খাজান সিং। সেই আগুনে ফ্ল্যাটের এসিতে বিস্ফোরণ ঘটে। তাতেই খাজান সিংয়ের শরীরে আগুন ধরে যায়। ছাদে উঠে ট্যাঙ্কের জল দিয়ে সে আগুন নেভায়। তাঁর অনুমান, শিক্ষিকা আত্মহত্যার ঘটনার মামলা দাদা লড়ছেন। সেই আক্রোশে হয়তো দাদার ফ্ল্যাটে আগুন লাগানো হয়েছে। তাঁর দাবি, খাজানের পেছনে অন্য কেউ আছেন। যিনি খাজানকে মদত দিচ্ছেন। ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব ওই আইনজীবীর পরিবার।

ছেলের বিয়ের সোনা সরিয়ে লুঠের গল্প ফেঁদে শ্রীঘরে গৃহকর্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ যেন সিরিয়ালের গল্পকে হার মানায়! ছেলের বিয়ের জন্য রাখা সোনা সরিয়ে নিজেই লুঠের গল্প ফেঁদেছিলেন। শেষমেশ রিজেন্ট পার্কে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় অভিযোগকারী গৃহকর্ত্রীকেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মহিলার এক আত্মীয়কেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে রিজেন্ট পার্ক পুলিশ সূত্রে খবর, স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলের বিয়ের গয়না চুরি করে ডাকাতির গল্প ফেঁদেছিলেন সোনালি বিশ্বাস নামে ওই মহিলা। এই ঘটনায় মদত দেন ওই মহিলারই এক আত্মীয়া। অভিযোগ পাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ঘটনার কিনারা করে পুলিশ।

রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার বাসিন্দা পেশায় রেল কর্মী পিকলু বিশ্বাস। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ক্যান্সারে মৃত্যু হয়। এরপর সোনালি বিশ্বাসকে বিয়ে করেন তিনি। পিকলুর প্রথম পক্ষের ছেলে দেবজ্যোতি বিশ্বাস। সামনেই দেবজ্যোতির বিয়ে ছিল। তার জন্য বাড়িতে সোনার গয়না কিনে রাখা ছিল। এরপর সোমবার সন্ধেয় রিজেন্ট পার্ক থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে টালিগঞ্জের ম্যুর অ্যাভিনিউর এই আবাসনে ডাকাতি হয়েছে বলে দাবি করেন গৃহকর্ত্রী সোনালি বিশ্বাস। সঙ্গে এও জানান, তাঁর ছেলের বিয়ে এপ্রিল মাসে। সেজন্য বাড়িতে ছিল বেশ কিছু গয়না। সোমবার সন্ধ্যায় ২ দুষ্কৃতী তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে তাঁকে ধাক্কা দেয়। এরপর তিনি পড়ে গেলে তাঁর হাত বেঁধে ফেলে। তারপরই ছুরি দেখি য়ে বাড়িতে থাকা ১৬০ গ্রাম সোনার গয়না লুঠ করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তবে ঘটনার তদন্তে নেমে কিনারা করতেই বেগ পেতে হয় তদন্তকারীদের। যে আবাসনে ঘটনাটি ঘটে সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই সন্দেহ হয় তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রে খবর, সেখানে বাইরে থেকে কোনও অপরিচিত লোককে আসতে দেখা যায়নি। কিন্তু ঘটনার যে বিবরণ গৃহকর্ত্রী দিয়েছিলেন তাতে একাধিক অসঙ্গতি মেলে। এরপরই লাগাতার জেরার মুখে পুরো বিষয়টি তিনি স্বীকার করে নেন বলে খবর।

সোনালিকে টানা জেরা করতে থাকে পুলিশ। বেরিয়ে আসে আসল সত্য। পুলিশের দাবি, জেরায় সোনালি স্বীকার করেন, তাঁর বাপের বাড়িতে আর্থিক সমস্যা রয়েছে। কিছুদিন আগে বাপের বাড়ির তরফ থেকে তাঁর কাছে ৬ লক্ষ টাকা চাওয়াও হয়। এরপরই সোনালি তাঁর জামাইবাবু রাজা নাগের সঙ্গে ডাকাতির গল্প ফাঁদেন। পুলিশ তদন্তে নেমে এও জানতে পেরেছে, সোনালি ধৃত আত্মীয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলের বিয়ের গয়না সরিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন।

এরপর ডাকাতির গল্প সাজিয়ে তিনি চুরির দায় থেকে বাঁচার চেষ্টায় ছিলেন। সেজন্য নিজেই সাজান গোটা ঘটনা। এরপর চুরি ও পুলিশকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে সোনালি বিশ্বাস ও তাঁর আত্মীয় রাজা নাগকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিকে অভিযোগ অনুযায়ী, সোনালি বিশ্বাস দরজা খুলতে গেলে, দুই মুখোশধারী দুষ্কৃতী জোর করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর তাকে মুখে কাপড় গুঁজে, গলায় ছুরি ঠেকিয়ে আলমারি খ ুলতে বাধ্য করে এবং সোনার গয়না লুটে পালিয়ে যায়।

সম্পাদকীয়

আমেরিকা নিজেই যে কাজটি করে, ভারতকে তার থেকে বিরত করতে চায় কোন অধিকারে

ট্রাম্প জোর দিয়েছেন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পারস্পরিক সম হারের শুল্কের উপরে। ভারতের ক্ষেত্রে এই অবস্থানটির গুরুত্ব বিপুল। হোয়াইট হাউস ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, কৃষিপণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আমেরিকা যেখানে ৫% মোস্ট ফেভারড নেশনস ট্যারিফ আরোপ করে, ভারতের ক্ষেত্রে এই হার ৩৯%। এ ছাড়াও আমেরিকান মোটর সাইকেলের মতো পণ্য ভারতে ১০০% আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়, সেখানে আমেরিকা ভারতে উৎপন্ন মোটর সাইকেলের আমদানির উপরে মাত্র ২.৪% শুল্ক আরোপ করে। ঘটনা হল, আমেরিকা থেকে ভারত যে পণ্যগুলি আমদানি করে, তার সিংহভাগের ক্ষেত্রেই আমদানি শুল্ক ৫ বা তার কম। এই বাজেটে ভারতের আমদানি শুল্কের গড় হার ১৩% থেকে কমিয়ে ১১% করা হয়েছে। তার পরও হোয়াইট হাউস ব্যতিক্রমী উচ্চ আমদানি শুল্কের উদাহরণগুলি তুলে ধরছে, তার সম্ভাব্য কারণ হল, যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রূপায়িত হবে, আমেরিকা তাতে নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক শর্ত আরোপের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের অতিরিক্ত আমেরিকা-নির্ভরতাও ভারতকে বিপাকে ফেলছে। এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্যকর্তব্য। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে সামরিক সরঞ্জাম বা প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো পণ্যের পাশে কৃষিপণ্যের বাজারের দিকেও নজর থাকার কথা শোনা গেল। অনুমান, ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারে শুল্ক ও অন্যান্য যে বাধা দেশীয় উৎপাদকদের বৈদেশিক প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে, সেগুলি সরানোর জন্য চাপের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যে শস্য কেনে সেই বাজারটিও আমেরিকান বিক্রেতাদের জন্য খুলে দিতে চাপ দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে ভারতের কর্তব্য পাল্টা আক্রমণের পথে হাঁটা। আমেরিকা এক দিকে যেমন কৃষকদের বিপুল ভর্তুকি দেয়, তেমনই এই বাজারকে আড়াল করে বিভিন্ন শুল্ক-বহির্ভূত বাধা তৈরি করে। আমেরিকা নিজেই যে কাজটি করে, ভারতকে তার থেকে বিরত করতে চায় কোন অধিকারে, এই প্রশ্নটি তুলে পাল্টা চাপ দেওয়া বিধেয়।

শব্দবাণ-১৯৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সাধারণত, প্রায়শ ৩. পাশুলি ৫. দশমহাবিদ্যার অন্যতমা ৭. পাল্লা, প্রতিযোগিতা ৮. সাদা ১০. সায়ংকালীন ঈশ্বরোপসনা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিষযুক্ত ২. যাতে চটক আছে এমন ৩. পরিবর্তন ৪. দুঃসময়ের সূচনা ৬. প্রতিপালিত ৯. পিতা, বাবা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৯৬

পাশাপাশি: ১.দুরাগ্রহ ৩.পাহারা ৪.বিকাশ ৬. লেখক ৯. কাতার ১০. রঘুকুল।

উপর-নীচ: ১.দুরাপ ২. হলকা ৩. পাটকিলে ৫. শত্রুচর ৭. খচ্চর ৮. সকাল।

জন্মদিন

আজকের দিন

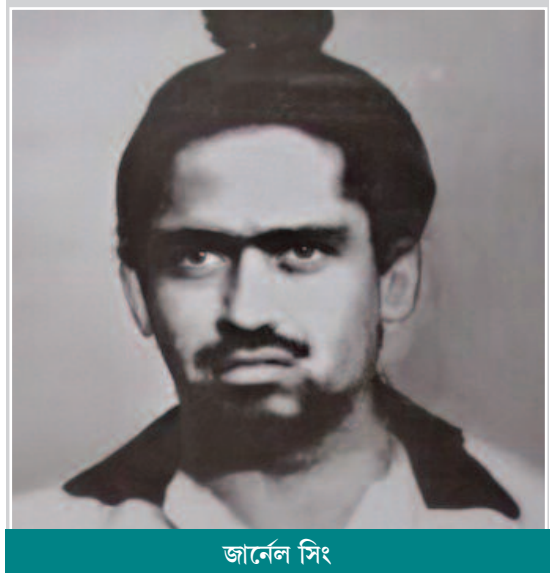

জার্নেল সিং

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন জনার্দন রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় জার্নেল সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অন্নু কাপুরের জন্মদিন।*

অমৃতের সন্ধানে - প্রথম পর্ব

অমৃতকুম্ভে শাহী আখড়া

তন্ময় সিংহ

আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চারটি স্থানে শঙ্করাচার্যের পীঠ স্থাপন করে ধর্ম রক্ষা করলেও, তখনো আখড়া তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে সাধুদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয় প্রাথমিকভাবে চারটি আখড়া তৈরি হয়। এই আখাড়া গুলি আসলে গুরু শিষ্য পরম্পরার একটি চলমান উদাহরণ যেখানে ব্রহ্মচর্য পালন করেও সাধুরা অনেকাংশে বা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব সুখ ত্যাগ করে গুরুর অধীনে অস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা নেন। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে প্রথম আখড়া তৈরি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আর সশস্ত্র আখড়ার শুরু হয় ঔরঙ্গজেবের আমলে মোগল সেনার সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে যা পরবর্তীকালে দাদু পন্থি গুরু জৈত সাহেবের সময়কালে প্রচারে এসেছিল।

ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কুম্ভ মেলায় অমৃত স্নান। আদিকাল থেকে মুঘল সম্রাটদের সময়কাল কিংবা ইংরেজ রাজত্ব সব সময়ই এই পুন্য স্নানে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়েছে। সকল পুন্যার্থীই স্নানের পাশাপাশি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে ভারতের শাশ্বত সাধুদের সম্প্রদায়কে। প্রত্যেকটি আখড়া তাদের সাধুদের নিয়ে যে শোভাযাত্রা করে পুণ্য স্নান করতে চাই তাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সাধারন ভক্তরা। এই সাধু সঙ্গই যুগ যুগ ধরে কুম্ভ যাত্রা কে আকর্ষণীয় করে তুলেছে সারা ভারতের তথা বিশ্বের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে। বর্তমান দিনে এই মহা কুম্ভের পূণ্যস্নান করতে আগমন ঘটছে সারা পৃথিবীর পর্যটকদের। আর ২০২৫ এর প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ সমস্ত হিসাব ছাড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের সমাগম ঘটাচ্ছে।

শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও কুম্ভ মেলা শাশ্বত ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ ও ঐতিহ্যমন্ডিত সমাবেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের। পৌরাণিক ইতিহাসে অমৃত কুম্ভের সন্ধান দেওয়া আছে। দেবাসুর যখন সমুদ্রে অমৃত মন্থন করার পর অমৃতের অধিকার নিয়ে যখন যুদ্ধ বাধে তখন কয়েক ফোঁটা অমৃত পৃথিবীতে চারটি স্থানে পড়ে। হরিদ্বারে গঙ্গা নদীতে, এলাহাবাদে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে, গোদাবরী নদী নাসিকে ও শিপ্রা নদী উজ্জয়িনী তে। বার দিন বার রাত ধরে চলাতে ও দেবাসুরের এই যুদ্ধ আসলে বার বছর মানুষের জন্য। তাই প্রত্যেক স্থানেই বার বছর ছাড়া ছাড়া এই পবিত্র নদীতে এই একই গ্রহ নক্ষত্র থাকলে কুম্ভের আয়োজন করা হয়। এই কুম্ভ মেলায় সেই অমৃত কলস কে স্মরণ করেন কোটি কোটি হিন্দু পুণ্যার্থীরা। তাদের জন্মান্তরের বিশ্বাস এই অমৃত কুম্ভের নির্দিষ্ট সময়ে ও বিশেষত নির্দিষ্ট দিনে স্নান তাদের সমস্ত পার্থিব পাপের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর এই লক্ষ্যেই সারা ভারতের থেকে ছুটে আসে সমস্ত সাধু সন্তরাও। আর এই পূণ্য স্নানের প্রধান ভিভিআইপি সাধারণ মানুষের চোখে কিন্তু সাধু রাই।

এই অমৃতকুম্ভে অন্যতম আকর্ষণ হল ওই শাহী স্নানের দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সাধু সন্তদের নির্দিষ্ট আখড়া গুলির বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। অমৃতের সন্ধানে আসা ভক্তসমাজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে গেরুয়া বসনধারীদের বিষ বিভিন্ন শাখা ও প্রকারভেদের দিকে। স্বল্পায়ু হলেও আদি শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎ শিবের অংশ বলে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি দশনামী সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট বাঁধনের মধ্যে নিয়ে আসেন। আদি শঙ্করাচার্য ভারতের সাধু সমাজকে দুটি ভাগে ভাগ করেন শাস্ত্র ধারী অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী এবং অস্ত্রধারী। আর অস্ত্রধারী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধুরা হলেন নাগা সন্ন্যাসীরা। পরবর্তীকালে এই নাগা সন্ন্যাসীরা লড়াই থেকে সরে এখনও অস্ত্র বহন করে, প্রায় সমস্ত আখড়া তেই শরীরচর্চা তপস্যার পাশাপাশি একটি নিয়মিত অভ্যাস।

আদি শঙ্করাচার্য তার স্বল্প আয়ুর মধ্যেও হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষায় এবং দশনামী সম্প্রদায়ের একত্রে আনার জন্য চারটি পীঠ বানিয়েছিলেন ভারতের চার প্রান্তে। পুরীতে গোবর্ধন পীঠ, কর্নাটকের শৃঙ্গেরি তে সারদা পীঠ, গুজরাটে দ্বারকা পীঠ এবং উত্তরাখণ্ডে জ্যোতির্মঠ। এগুলি মূলত অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আদি শঙ্করাচার্য তিন রকম পরম্পরাও শুরু করেছিলেন ঋষি, দেব ও মানব। তিনি সাধুদের মধ্যেও শাস্ত্র এবং অস্ত্র দুই বিদ্যাতে পারদর্শী করে তুলতে শুরু করেন। যার সুফল পরবর্তীতে মুঘল আমলে ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মরক্ষায় সাধুদের বিদ্রোহে আমরা দেখতে পাই। এই দুই ধারার সাধুদের মধ্যে দিয়েই পরবর্তীতে জন্ম নেয় প্রথম দিকের চারটি আখড়ার। পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ও নিজেদের বিভেদের কারণে এই আখড়াগুলির থেকেই তেরোটি প্রধান আখড়ার সূচনা। এই আখড়া পরিচালনা করার জন্য পঞ্চ দেবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শক্তি এবং গনেশের মতো প্রত্যেক আখড়ার শীর্ষে একটি প্রশাসনিক সংস্থা থাকে। এই আখড়ার পাঁচ শীর্ষ পদের অধিকারীরা হলেন আচার্য মহামন্ডলেশ্বর, মহামন্ডলেশ্বর, মন্ডলেশ্বর, শ্রী মহন্তও মহন্ত।

আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চারটি স্থানে শঙ্করাচার্যের পীঠ স্থাপন করে ধর্ম রক্ষা করলেও, তখনো আখড়া তৈরি হয়নি। পরবর্তীকালে সাধুদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয় প্রাথমিকভাবে চারটি আখড়া তৈরি হয়। এই আখাড়া গুলি আসলে গুরু শিষ্য পরম্পরার একটি চলমান উদাহরণ যেখানে ব্রহ্মচর্য পালন করেও সাধুরা অনেকাংশে বা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব সুখ ত্যাগ করে গুরুর অধীনে অস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা নেন। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর পূর্বে প্রথম আখড়া তৈরি হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। আর সশস্ত্র আখড়ার শুরু হয় ঔরঙ্গজেবের আমলে মোগল সেনার সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে যা পরবর্তীকালে দাদু পন্থি গুরু জৈত সাহেবের সময়কালে প্রচারে এসেছিল।

বর্তমানে ১৩ টি আখড়া বিদ্যমান এরমধ্যে আটটি আখড়া শৈব সম্প্রদায়ের অর্থাৎ শিব ভক্ত। তিনটি আখড়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর উপাসক। দুটি আখড়া শিখ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও যারা একমাস কুম্ভের সময় কল্প বাস করেন তাদের ব্রহ্মার উপাসক হিসেবে কল্পবাসী আখড়াতে ধরা হয়। ২০১৩ থেকে মহিলা এবং ২০১৯ থেকে তৃতীয় লিঙ্গের সাধু-সন্তদের কুম্ভে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সহায়ক আখড়া হিসেবে। প্রত্যেক আখড়ার সময় নির্দিষ্ট থাকে শোভাযাত্রা সহ শাহীস্নানের জন্য। এই ১৩ টি আখড়া কে পরিচালনা করার জন্য ও নিজেদের মধ্যে বিভেদ দূর করার জন্য ১৯৫৪ সালে অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ গঠিত হয়, যাতে প্রত্যেক আখড়ার দুজন করে প্রতিনিধি থাকে। বর্তমানে রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ এই পরিষদকে বিদ্ধ করছে। শাহী স্নানে আখড়া গুলির অগ্রাধিকার দেওয়া নিয়ে অভিযোগ উঠেছে এই কুম্ভেও। আবার শঙ্করাচার্য কে আক্রমণ করার অভিযোগে ও বিদ্ধ এই প্রয়াগ রাজের পূর্ণ কুম্ভ।

বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ এই কুম্ভ মেলা এবং ধারে ভারে এবারের প্রয়াগের কুম্ভ মেলা প্রায় ৫০ কোটি ভারতীয় এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবে। এই বিশাল মহাযজ্ঞের সবচেয়ে সম্মুখ ভাগে থাকে এই আখড়া গুলি। শাহী স্নানের দিন আখড়া গুলির শোভাযাত্রা সকলকে মোহিত করে দেয়। আখড়া গুলিকে শৈব, বৈষ্ণব ও উদাসীন এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। উদাসীন সম্প্রদায় বলতে মূলত শিখ ধর্মের আখড়া গুলিকে বলা হয়। হিন্দু ও শিখ ধর্মের ঐতিহ্যকে মিলিয়ে নতুন পথ দেখায় উদাসীন সম্প্রদায়ের সাধুরা।

শৈব আখড়া গুলি সবচেয়ে বিস্তার লাভ করে মোট সাতটি আখড়া তৈরি করেছে। ভগবান শিবের উপাসক এই আখড়াগুলির সবচেয়ে বড় আখড়া টির নাম হল জুনা আখড়া। এই আখড়ার প্রধান দেবতা রুদ্রাবতার দত্তাত্রেয়। জুনা আখড়া নাগা সন্ন্যাসীরা এই মহা কুম্ভের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তাদের ত্যাগ ও তপস্যা পৃথিবীর সমস্ত বস্তুগত সুখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নিরঞ্জনী আখড়ার প্রধান দেবতা হলেন কার্তিকেয়, তাদের সাধুরা ধ্যানের জীবনকে বিশ্বের জ্ঞানের গভীর নিবিড়তার সাথে ভারসাম্য পূর্ণ করে তোলে। মহানির্বানী আখড়ার প্রধান দেবতা কপিল মুনি, এই আশ্রমের সাধুরা যোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও অনুশীলনকারীদের আত্ম উপলব্ধি যাত্রার পথ দেখায়। আদি শঙ্করাচার্য সূচনা করেছিলেন অটল আখড়া, ধর্মকে রক্ষা করাই যাদের মূল ব্রত। ভগবান শিবের প্রতি গভীর বিশ্বাসে অটল আবাহন আখড়ার সন্ন্যাসীরা আবার শিক্ষার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সুখের প্রচার করে আনন্দ আখড়ার সন্ন্যাসীরা। এই জুন আখড়ার মধ্যেই অগ্নি আখড়া এছাড়া কিন্নরদের নিয়ে আখড়া ও মহিলাদের নিয়ে আখড়া ও।

বৈষ্ণব আখড়া গুলির মধ্যে নির্মোহী, দিগম্বর, ও নির্বাণী আখড়া অন্যতম। ভগবান বিষ্ণুর উপাসক এই আখড়াগুলির মধ্যে প্রধানত গুরু শিষ্য পরম্পরা বজায় আছে। প্রধান চারটি গুরু শিষ্য পরম্পরা এখানে লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব আখড়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো পঞ্চ ধূনি তপস্যা বা অগ্নিস্নান সাধনা। এই সাধনায় তপস্বী নিজেকে চারদিকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঘিরে রাখেন এবং তার কেন্দ্রে বসে ধ্যান করেন। প্রায় ১৮ বছরের তপস্বী জীবনের পর চরম ত্যাগ ও সংযমের অবস্থায় এলে এই সাধনা ব্রতী হয় দিগম্বর আখড়ার সাধুরা।

আবার এই আখড়া গুলির মধ্যে বিবাদের ইতিহাস ৫০০ বছরের পুরোনো। ১৬৯০ এ নাসিকের কুম্ভ মেলায় এবং ১৭৬০ এ হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সাধুদের মধ্যে লড়াইয়ে হাজার হাজার সাধু মারা যান। পরবর্তীকালে আইন করে সাধুদের অস্ত্রচর্চা বন্ধ করা হয় এবং বর্তমানে তা শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আখড়া গুলোর মধ্যে লড়াই চলে শাহী স্নানের অগ্রাধিকার কে ঘিরে, এবারের প্রয়াগ রাজে শাহী স্নানের অধিকার মহা নির্বানী আখড়ার সাধুদের জন্য থাকলেও অখিল ভারত আখড়া পরিষদ তা জুনা আখড়ার সাধুদের দিতে চেয়েছিল। সেই নিয়ে সাধুদের মধ্যে এবং শঙ্করাচার্য দের তরফ থেকে বাধা দেওয়া হয়। যদিও প্রশাসন কঠোর হাতে দীর্ঘদিনের চলে আসা প্রথাকেই মান্যতা দিয়ে মহা নির্বানী আখড়াকে শাহী স্নানের সুযোগ দিয়েছেন। ছাই মেখে সারা শরীরে নগ্ন নাগা সাধুরা যখন ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের ডমরু বাজাতে বাজাতে, তাদের ঘিরে কোটি কোটি পূণ্যার্থীদের উন্মাদনা ই মহা কুম্ভের সফলতা ।

এবারের মহাকুম্ভ ১৪৪ বছর পরে হচ্ছে বলে প্রচার হওয়ায় ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য , কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দুই সরকারের তরফ থেকে এই মেলাকে ঐতিহাসিক সাফল্যমন্ডিত করার যে প্রয়াস ছিল, এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫০ কোটি মানুষের উপস্থিতি সরকারের প্রচেষ্টায় সীলমোহর দিয়েছে। তবু ভিভিআইপি কালচার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা থাকায় ও অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে সংকুচিত হওয়ায় পদপিষ্ট হওয়ার ঘোষণা ঘটেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জন্য অপ্রতুল হওয়ায়, নয়াদিল্লির রেল স্টেশনেও পদপিষ্ট হয়েছে অমৃতের সন্ধানে আসা ভক্তসমাজ। সাধারণ মানুষকে প্রচুর হাঁটতে হওয়ার হয়রানির মাঝেও ভারতের প্রায় প্রত্যেক কোণা থেকে মানুষ এসে পৌঁছেছে ত্রিবেণী সঙ্গমে। এর অন্যতম কারণ যে শুধু সঙ্গমে স্নান করে অমৃতের সৌভাগ্য প্রাপ্তি শুধু নয়, এক স্থানে শঙ্করাচার্যদের সাথে লক্ষ্য কোটি সাধু সঙ্গ। এই সাধুরা সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখা দিলেও একসাথে এত সাধুর সমাহার বিরল। আবার শুধুমাত্র কুম্ভের সময় ছাড়া অন্য সময় যাদের দেখা মেলে না সেই সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করা সাধারণ মানুষের এক বিরল সৌভাগ্য। নাগা সন্ন্যাসীর শৌর্য, কিন্নর সন্ন্যাসীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা থেকে শুরু করে সমস্ত আখড়া গুলির এই কুম্ভ কে ঘিরে প্রায় দুমাস যাবত কার্যকলাপ অবাক চোখে দেখে সারা ভারতের পুন্যের খোঁজে যাওয়া পুন্যার্থী। শতশত ভিভিআইপিদের মধ্যেও সবচেয়ে বড় ভিআইপি মহা কুম্ভের এই সাধুরা এবং তাদের আখড়াগুলি।

অস্থায়ী ডবলডেকারে পুণ্যস্নানে রওনা আসানসোলের ২০ পুণ্যার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: যেতে হবে কুম্ভ- একের পর এক দুর্ঘটনার খবর আসছে সংবাদ মাধ্যমে। সঙ্গমস্থল হোক বা দিল্লি স্টেশন পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অনেকজনের। তাই বাধ্য হয়ে পণ্যবাহী গাড়িকে অস্থায়ী দ্বিতল করে কুম্ভযাত্রা ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ইসমাইল এলাকার এই উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

মহাকুম্ভ স্নান উপলক্ষে প্রয়াগরাজে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের। শুধু তাই নয়, দিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থীর। অতীতের এসব ঘটনার দিকে নজর রেখে অভিনব উপায়ে প্রয়াগ রাজ যাওয়ার উদ্যোগ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ইসমাইল মুচিপাড়ার কুম্ভস্নান করতে যাওয়া ভক্তবৃন্দের। প্রয়াগরাজ যাবার ইচ্ছে থাকলেও তারা ট্রেনকে ভরসা করেননি। কারণ নিত্যদিন প্রয়াগরাজ যাওয়ার সময় রেল যাত্রীদের হয়রানির কথা মাথায় রেখে তারা একটি পণ্যবাহী গাড়িকে বায়না দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাতে এই পণ্যবাহী গাড়িটিকে ডবলডেকার এর রূপ দেওয়া হয়। যাত্রী সংখ্যা ২০ জন - জন -প্রতি গাড়ির মালিক পুণ্যার্থীদের জন্য ১৩০০ টাকা ধার্য করেন এবং ওই গাড়ির মালিকের প্রস্তাবে সারা দেন তাঁরা। ওই গাড়িতে নীচ ও ওপর এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেন। সেই মতো গাড়ির মালিক ট্রিপল খাটিয়ে এবং বাঁশ ও পাটা দিয়ে গাড়িটিকে ডবল ডেকারের রূপ দেন। এই ডবলডেকার অস্থায়ী মালবাহী গাড়িতে প্রায় কুড়িজন যাত্রী রওনা দেন প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে।

ক্লাস চলাকালীন বচসায় সহপাঠীর ঘুষিতে মৃত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্লাস চলাকালীন একে অপরের সঙ্গে বচসায় জড়ায় সহপাঠীরা। অভিযোগ সেই সময়ই এক সহপাঠী অপর সহপাঠীকে ঘুষি মারে। সহপাঠীর মারে মৃত্যু ছাত্রের। পরে আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে তাঁকে। ছাত্রের মৃত্যুর খবরের ঘটনায় উত্তপ্ত স্কুল চত্বর। বাকি অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। মৃতের মা জানিয়েছেন, ছ'মাস আগেই তাঁরা হারিয়েছেন কন্যাকে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের মেয়ের। ছ'মাসের মধ্যে হারালেন ছেলেকেও। অভিযুক্ত নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।

মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপদানী আর্য বিদ্যাপিঠ স্কুলে। মৃত ছাত্রের নাম অভিনব জালান (১৫)। জানা গিয়েছে, স্কুলে ক্লাস চলছিল। একটা নাগাদ ক্লাস টেনের সহপাঠীদের মধ্যে মারামারি হয়। অভিযোগ, অভিনবকে সেই সময় বুকে ঘুসি মারে এক সহপাঠী। সে লুটিয়ে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি স্কুলের শিক্ষক এবং এলাকার লোকজন তাকে টোটো করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, তিনি ঘটনার সময় স্কুলে ছিলেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অন্য স্কুলে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে চলে আসেন। শুনেছেন স্কুলের একই ক্লাসের দুই ছেলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। চাঁপদানী পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী বিক্রম গুপ্তা জানান, 'স্কুলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। একটা ছেলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে শুনেছি। জানতে পেরে আমরা টোটো করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।'

মৃত ছাত্রের বাবা গনেশ জালান বলেন, 'শিক্ষকদের সামনে কী করে ছাত্ররা মারামারি করে? স্কুলে কোনও পড়াশোনা হয় না। আমার ছেলের মৃত্যু জন্য যে দায়ী তার শাস্তি চাই। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে।' মৃতের বাবা বলেন, 'ছেলের বুকে খুব মেরেছে। ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে। স্কুল যখন চলছিল সেই সময় ঝামেলা হয়েছে। ক্লাসের ভিতর কী করে এই ঘটনা ঘটে? শিক্ষক কী করছিলেন?'

ভরা বাজারে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনে গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রাস্তার মধ্যেই দিনে দুপুরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে।

এক মহিলার হাতে ধারালো অস্ত্র। সেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে ব্যক্তির ওপর একের পর এক কোপ চালিয়ে যান মহিলা। রাস্তা দিয়ে পথ চলতি মানুষেরা এমন দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। মঙ্গলবার সকালে কালনার রানি বন্দর এলাকায় এমনই এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার পর ওই মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম শামিম মণ্ডল। তার বাড়ি কপুরডাঙা এলাকায়। তার পরিবার

সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলাকে তিনি দিদি পাতিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ওই মহিলা বাড়ি এসে তাঁকে হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। এমনই এক পরিস্থিতির পর বুধবার আনুমানিক বেলা এগারোটা নাগাদ ওই ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করে ওই মহিলা। তবে খুনের কারণ সঠিক ভাবে জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতের মা শরিফা বিবি জানিয়েছেন, কী কারণে তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে তা জানা নেই। ওই মহিলার সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব ছিলও না। ছেলে বাইরে কাজ করত। একবছর ধরে বাড়িতে আছে। তাকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডাকা হয়। তারপরেই ভরা বাজারে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই মহিলার শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

গুড়াপের নির্যাতিতা শিশুর মা-বাবা কলকাতা শিশু ধর্ষণে মৃত্যুদণ্ডে খুশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কলকাতার সাত মাসের শিশুকে ধর্ষণে অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা ঘোষনা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের। খুশি গুড়াপের নির্যাতিত শিশুর মা-বাবা। সাজা দ্রুত কার্যকর হোক চান তারা। হুগলির গুড়াপের পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও অভিযুক্ত প্রৌঢ়কে ৫৪ দিনের মাথায় গত ১৭ জানুয়ারি মৃত্যুদণ্ডের সাজা ও দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয় চুঁচুড়ার পকসো আদালত।

নির্যাতিতা শিশুর মা বাবা কলকাতার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের সাজায় খুশি। গুড়াপের নির্যাতিতার পরিবারের মা-বাবা বলেন, 'শুধু সাজা শোনালেই হবে না, সেই রায় যাতে দ্রুত কার্যকর হয় তা দেখতে হবে। মৃত্যুদণ্ডের সাজা পরিণতি পেতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে যারা অপরাধী ভয় পাবে। যে ভাবে শিশু নির্যাতন ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে তা ভয়ের। তবে সঠিক সাজা হলে অপরাধীরাও ভয়ে থাকবে।'

প্রসঙ্গত, গত বছর ২৪ নভেম্বর গুড়াপ থানা এলাকার পাঁচ বছরের এক শিশুকে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী প্রৌঢ় অশোক সিংয়ের বিরুদ্ধে। মেয়ে মাংস খেতে চেয়েছিল বলে বাবা গিয়েছিলেন মাংস আনতে। তারপর বাড়িতে এসে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি করেন তাঁরা। পরবর্তীতে প্রতিবেশীর ঘর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় শিশুটি। এই ঘটনার ৫৪ দিনের মাথায় ফাঁসির সাজা শোনায় চুঁচুড়া আদালত।

বিষধর সাপের ছোবলে হাসপাতালেই মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিষধর সাপের ছোবল খেয়ে হাসপাতালে বসেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল জগন্নাথ মুদি নামের এক পরীক্ষার্থী। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার অন্তর্গত বাককালা পাহাড় গ্রামের বাসিন্দা জগন্নাথ মুদি মঙ্গলবার বিকেলে গ্রামের রাস্তা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপে তাঁকে কামড় দিতেই পা ছিটকে প্রান বাঁচলেও যেহেতু পায়ে সাপের কামড় থাকায় আতঙ্কে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের সদস্যরা।তড়িঘড়ি তার চিকিৎসা শুরু হয়।শরীর সুস্থ হওয়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জগন্নাথ মুদি পর্ষদের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন জানায়।সেই মোতাবেক বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালে বসেই তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষায় দিতে পেরে খুশি জগন্নাথ মুদি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD — দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ১. **শ্রী রবি নায়ক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা চন্দ্র নায়ক, ফ্ল্যাট ১০১, একতলা, প্রেমিসেস নং ৫৮৫, হো চি মিন সরণি, থানা : বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা :** ই২০৭, বিই কলেজ কোয়ার্টার, হাওড়া (এম কর্প), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১১১০৩। ২. **শ্রীমতি ভারতী নায়ক (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী রবি নায়ক, ফ্ল্যাট ১০১, একতলা, প্রেমিসেস নং ৫৮৫, হো চি মিন সরণি, থানা : বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা :** ই২০৭, বিই কলেজ কোয়ার্টার, হাওড়া (এম কর্প), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১১১০৩। **এ/সি নং : ৭৪৭২৪৬৪৬৭৯, ৭৪৭২৬৬১২০৩** **খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৭০০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি একতলায় উক্ত জি-৩ তলা ভবন নির্মিত জমি পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৩ কাঠা ১ ছটাক কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট, এবং ১ ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা : পারুই, পরগনা : বালিয়া, তৌজি নং ৩৪৫, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, আরএস দাগ নং ৩০১০, ৩০১১ এবং ৩০১২, খতিয়ান নং ৫৮ এবং ৬৩, পরিচিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৮৫, হো চি মিন সরণি, থানা : বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী, কলকাতা ৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সভার ওয়ার্ড নং ১২৮ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৮৭৫-২০২৩ সালের। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি এবং ২ তলা বসবাসের ভবন সহ;দক্ষিণে : জমি এবং ১ তলা বসবাসের ভবন সহ; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রক্ষণাবেক্ষণের অধীন সড়ক; পশ্চিমে : জমি এবং ২ তলা বসবাসের ভবন।	**ক) ২৮.১১.২০২৪** **খ) ০৬.১২.২০২৪** **গ) ২১,৮২,৮২৯.০৭ টাকা** (একুশ লাখ বিরাশি হাজার আটশ উনত্রিশ টাকা এবং সাত পয়সা) ০৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.১২.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ২০.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১০.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৩,১৮,৯০৩.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ আঠার হাজার নশো তিন টাকা) ২৯.০৪.২০২৪ পর্যন্ত** হিসেবকৃত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং মূল্য সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতী সংঘমিত্রা কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী বিশ্বজিৎ কর্মকার **ঠিকানা** - ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, ৪র্থ তল, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৮ডি, মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন, ৩য় তল, বি জি প্রেসের নিকট, পো. আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৪ডি, রাখাল দাস আড্ডি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭। **শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা মদন কর্মকার ১২সি/১, রাখাল দাস আড্ডি রোড, ৪র্থ তল, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** ৮ডি, মহেশ চন্দ্র দত্ত লেন, ৩য় তল, বি জি প্রেসের নিকট, পো. আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭ **এবং** প্রযত্নে ক্রিয়েটিভ ইন্টিরিয়র, ৪ডি, রাখাল দাস আড্ডি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে পরিমাণ আনুমানিক ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ। উক্ত ফ্ল্যাট মোট জমির পরিমাণ ০২ কাঠা ০২ ছটাক কমবেশি জি-৪ তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ১২সি/১, রাখালদাস আড্ডি রোড, (পূর্বতন পরিচিত প্রেমিসেস নং ২/১/১, ব্রিজ রোড), ওয়ার্ড নং ৮২ স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ১১-০৮২-১৪-০২০৩-৭, থানা : নিউ আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২৭। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০১-২০২০, পৃষ্ঠা ৬২১০৪ থেকে ৬২১৩১, দলিল নং ১৯০১০১৩৬১-২০২০ সালের। **সম্পত্তি শ্রীমতি সংঘমিত্রা কর্মকার,** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ৪এ, রাখাল দাস আড্ডি রোড; দক্ষিণে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ১২সি, রাখাল দাস আড্ডি রোড; পূর্বে : রাখালদাস আড্ডি রোড ; পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সলিল দাস এবং অন্যান্যর ভবন।

সংরক্ষিত মূল্য ৫০,২০,০০০.০০ টাকা, এবং বায়না জমা : ৫,০২,০০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫	প্রতীকী দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২০.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দত্তপুর সমবায় পল্লী 'ও' কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ৬৯ এইচ.জি. তারিখ- ০৬.১১.১৯২৮
গ্রাম ও পোঃ- দত্তপুর, জেলা-হুগলী

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ ও ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ ও ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	তারকেশ্বর BDO অফিস
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	১. তারকেশ্বর BDO অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর BDO অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	মোজপুর ভারতী বিদ্যামন্দির
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	মোজপুর ভারতী বিদ্যামন্দির

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-

নির্বাচনক্ষেত্র অনুযায়ী পদ ও সংরক্ষণ তালিকা

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচনক্ষেত্র	পদের সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা
১	আদানগাছি ও গোবরা	৬	অসংরক্ষিত-৬
২	দত্তপুর	৯	মহিলা-১ অসংরক্ষিত-৮
৩	মোজপুর	১০	অসংরক্ষিত-১০
৪	সালেপুর এবং মোজপুর এর কিছু অংশ	৭	মহিলা-১ অসংরক্ষিত-৬
৫	চাকদহ	৯	তপঃজাতি/ উপজাতি-১ অসংরক্ষিত-৮
	মোট	৪১	৪১

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ দত্তপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

(রাফসান জানি মোল্লা)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
দত্তপুর সমবায় পল্লী 'ও' কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সন্তোষপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ০৮ এইচ.জি. তারিখ- ২০.০৭.১৯৫৩
গ্রাম-সন্তোষপুর, পোঃ- তারকেশ্বর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৪৮ তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার সন্তোষপুর বি.ইউ.বি. বিদ্যামন্দির, সন্তোষপুর অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	সন্তোষপুর বি.ইউ.বি. বিদ্যামন্দির, সন্তোষপুর Santoshpur B.U.B. Vidyamandir, Santoshpur
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	সন্তোষপুর বি.ইউ.বি. বিদ্যামন্দির, সন্তোষপুর Santoshpur B.U.B. Vidyamandir, Santoshpur

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-

নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ ও সংরক্ষণ তালিকা

নির্বাচন ক্ষেত্র নং.	এলাকা	ভোটার সংখ্যা	প্রতিনিধি সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা
১	সন্তোষপুর-১	২২৫	৯	১) অসংরক্ষিত-৯
২	সন্তোষপুর-২	২২৫	৯	১) অসংরক্ষিত-৮ ২) মহিলা-১
৩	সন্তোষপুর-৩	২৩৩	১০	১) অসংরক্ষিত-৮ ২) মহিলা-১ ৩) তপঃজাতি/ উপজাতি-১
৪	চাঁদুর-১	১৭৭	৭	১) অসংরক্ষিত-৭
৫	চাঁদুর-২	১৭৭	৭	১) অসংরক্ষিত-৭
৬	চাঁদুর-৩	১৭৮	৭	১) অসংরক্ষিত-৭
৭	তেঘরী-১	১৭৯	৭	১) অসংরক্ষিত-৭
৮	তেঘরী-২	১৫৭	৬	১) অসংরক্ষিত-৬
	মোট	১৫৫১	৬২	

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ সন্তোষপুর, তারকেশ্বর, হুগলী

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সন্তোষপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মৌসুমী ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সন্তোষপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১২.১২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায় এবং শ্রীমতী সঞ্চারি সিনহা রায় যোধপুর পার্ক শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৮,১৬,৯৯৭ টাকা (আটত্রিশ লাখ ষোলো হাজার নশো সাতানব্বই টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৩৮,৭৬,৯৫৯.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার নশো উনষাট টাকা) ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০৯, ব্লক এ, চতুর্থতল, দক্ষিণ পূর্ব কোনে, জি সি রায় চৌধুরী টাওয়ার নামে ভবনে, ফেজ ১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৮৫ বর্গফুট কমবেশি তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক পূজা ঘর, এক কিচেন এবং এক সংলগ্ন বাথ এক কমন বাথ (ইন্ডিয়ান) এবং দুই ব্যালকনি ইত্যাদি উক্ত জি-৪ টাওয়ারে, অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৩৯০, এলআর দাগ ন ১৩৯০, সিএস খতিয়ান নং ১৩৯০/১৮৬৫, ১৩৮৩ , সিএস খতিয়ান নং ১১৭৫, ৩৭৭, মৌজা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ০৩, তৌজি নং ১৭২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৬৩ , পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৩৯, ফিডার রোড, কলকাতা ৭০০০৫৬, ওয়ার্ড নং ২০, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং সংলগ্ন চলার পথ সহ। **সম্পত্তি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায় এর নামে, সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৮৭৭২৫২১৯: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৫৭৮৭৯৮৫।**	**জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং ফেজ ১, বি এন রায় চৌধুরী সুপার মার্কেট এবং বৈদ্যনাথ অ্যাপার্টমেন্ট; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সড়ক এবং মালিকগণের পুকুর; **পূর্বে :** খালি জমি এবং রেলওয়ে লাইন; **পশ্চিমে :** মধুসূদন রায়চৌধুরী রোড।

তারিখ :১৭.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিষ্ণুবাটী গয়েশপুর ভীমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ১২৫ এইচ.জি. তারিখ- ০২.০৯.১৯৬৪
গ্রাম-বিষ্ণুবাটী, পোঃ- ভাটা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী

প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩২ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সমবায়ের আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার অত্র সমিতির অফিসে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্র.নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়ন বিলি	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
২	মনোনয়নপত্র পেশ	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	তারকেশ্বর BDO অফিস
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষার অব্যবহিত পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমবায় সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	তারকেশ্বর BDO অফিস
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমবায় সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	অত্র সমবায় সমিতির অফিস
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের অব্যবহিত পর	অত্র সমবায় সমিতির অফিস

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবে ঃ-

ক্র. নং.	নির্বাচনক্ষেত্র	এলাকা	ভোটার সংখ্যা	প্রতিনিধির সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা
১	বিষ্ণুবাটী উত্তর	বিষ্ণুবাটী	১৩৫	৫	অসংরক্ষিত-৫
২	বিষ্ণুবাটী দক্ষিণ	বিষ্ণুবাটী	২৪৩	১০	অসংরক্ষিত-৯ মহিলা-১
৩	বিষ্ণুবাটী পূর্ব	বিষ্ণুবাটী	১৭৭	৭	অসংরক্ষিত-৭
৪	গয়েশপুর	গয়েশপুর	১৮৪	৭	অসংরক্ষিত-৬ তপশীলি-১
৫	ভীমপুর	ভীমপুর	২৭২	১১	অসংরক্ষিত-১০ মহিলা-১
৬	গুড়িয়া	গুড়িয়া	১৬২	৬	অসংরক্ষিত-৬
	মোট		১১৭৩	৪৬	

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ বিষ্ণুবাটী, তারকেশ্বর, হুগলী

সন্দীপ সেন
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বিষ্ণুবাটী গয়েশপুর ভীমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, তারকেশ্বর ব্লক

রাফসান জানি মোল্লা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বিষ্ণুবাটী গয়েশপুর ভীমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, তারকেশ্বর ব্লক

বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং.- ১৫০ এইচ.জি. তারিখ- ০৯.১২.১৯৬৩
বামুনপাড়া, রামনগর, তারকেশ্বর, হুগলী

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩৪ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার অত্র সমিতির কার্য্যালয়ে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন যোগ্য সদস্য সংখ্যা ৯(নয়)। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ২ এবং তপ.জাতি/ উপজাতির জন্য ১। উক্ত সভায় সমিতির সহকারী নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক অত্র সমবায় সমিতির নির্বাচন প্রক্রিয়া সকাল ১১টা হইতে দুপুর ২টো পর্যন্ত সম্পন্ন হবে (প্রয়োজন হলে)। অত্র সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যাগনকে উক্ত তারিখে, উক্ত স্থানে এবং উক্ত সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for B.O.D. Election)

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৮৩৪ তারিখ ২৫.০৭.২০২৪ মোতাবেক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য ও সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজীর ২৩.০৩.২০২৫ রবিবার অত্র সমিতির কার্য্যালয়ে উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (প্রয়োজন হলে)। নির্বাচনী নির্ঘন্টটি নিম্নে দেওয়া হল-

ক্র.নং. (Sl.)	বিষয় (Subject)	তারিখ (Date)	সময় (Time)	স্থান (Place)
১	মনোনয়ন বিলি (Distribution of Nomination)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
২	মনোনয়নপত্র পেশ (Filling of Nomination Papers)	২৪.০২.২০২৫ হইতে ২৫.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৩	মনোনয়নপত্রের পরীক্ষা Scrutiny of Nomination Papers)	২৭.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৪	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Canditates)	২৭.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৫	প্রার্থীপদ/ মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ (Last Date of Withdrawl of Candidate Nomination)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টা পর্যন্ত	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক করন, তারকেশ্বর (B.D.O. Office, Tarakeswar)
৬	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ (Publication of List of Valid Candidates)	২৮.০২.২০২৫	বৈকাল ৩টার পর	১. তারকেশ্বর B.D.O. অফিসের নোটিশ বোর্ড ২. অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ড
৭	ভোট গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে) Date, Time & Place) of Poll (If Required)	২৩.০৩.২০২৫	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্য্যালয়
৮	ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ (Counting of Voted and Declaration of Result)	২৩.০৩.২০২৫	ভোট শেষের পর	অত্র সমিতির কার্য্যালয়

WBCS এবং **Rules** অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে। পরিচালকমন্ডলী সংখ্যা ও সংরক্ষন নিম্ন বর্নিত তালিকা অনুযায়ী হইবে।

পরিচালকমন্ডলী	সংখ্যা
মোট যত জন পরিচালকমন্ডলী নির্বাচিত হবেন তার সংখ্যা	৯(নয়)
যার মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	২(দুই)
তপঃজাতি/ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত	১(এক)

তাং ঃ ১৯.০২.২০২৫
স্থান ঃ বামুনপাড়া, তারকেশ্বর, হুগলী

(গৌরাঙ্গ চৌধুরী)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রাফসান জানি মোল্লা)
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বামুনপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিবাহবর্হির্ভূত সম্পর্কের জের, স্ত্রীকে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্ত্রীকে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হল স্বামী। মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর বিমল দাস কলোনি এলাকায়। এই ঘটনায় বউমা জৈতিকা মণ্ডল সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে ছেলেকে আত্মহত্যার প্ররোচনা এবং মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত যুবকের বাবা স্বাধীন হালদার। রাতেই পুলিশ ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সুরজিৎ হালদার (২৩)। ওই যুবক পেশায় দর্জির কাজ করতেন। গত নয় মাস

আগে প্রেম করে মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতা এলাকার বাসিন্দা জৈতিকা মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় সুরজিৎ-এর। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায় ওই গৃহবধূ বলে অভিযোগ।

মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ, জামাইবাবুর সঙ্গে জৈতিকার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। এনিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য চলছিল। এরই মধ্যে এদিন সুরজিৎ তার স্ত্রীকে ভিডিও কল করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটায়। মৃত যুবকের বাবা স্বাধীন হালদার পেশায় ফাস্টফুড বিক্রেতা। তিনি বলেন, সাহাপুর ঝন্টুমোড়ে আমার তেলেভাজার দোকান রয়েছে। এই দোকানে আমার স্ত্রী মিঠু হালদারও ব্যবসা দেখেন। এদিন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে দেখি ছেলের ঘরের দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেখি ছেলের সিলিংয়ে গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলছে। এরপর দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখি ঝুলন্ত দেহের উল্টোদিকেই মোবাইলে ভিডিও কল চলছে। মোবাইলের এই ভিডিও কলের অপরপ্রান্তে রয়েছে পুত্রবধূ জয়তিকা মণ্ডল। মৃতের এক দিদি মৌসুমী হালদার জানিয়েছেন, সুরজিতের বিয়েটা হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। ভাইয়ের স্ত্রীর চরিত্র ভালো ছিল না। জৈতিকার সঙ্গে তার জামাইবাবুর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেটা জানতে পেরেই ভাই প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ভাইকে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন এবং আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছিল। এদিন রীতিমতো কুড়ি মিনিট মোবাইলে ভিডিও কল করে লাইভ সুসাইডের ঘটনাটি ঘটায় আমার ভাই। ভাইয়ের স্ত্রী ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে দাসপুরকে প্লাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে চন্দ্রেশ্বর নদী নতুন করে খনন করে বন্যার কবল থেকে ঘাটালকে বাঁচানোর চেষ্টা হলেও, এর ফলে দাসপুরকে ডোবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সেখানকার চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হল। এর ফলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে এখন অন্যতম প্রকল্প হল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঘাটালের সাংসদ দেব মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই মতো সম্প্রতি রাজ্যের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা

হয়েছে। টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু প্ল্যান রূপায়ণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি জট। প্ল্যান রূপায়ণের আড়ালে চন্দ্রেশ্বর খাল নতুন ভাবে খনন করে দাসপুর এলাকাকে বন্যা কবলিত করার পরিকল্পনা চলছে বলে অভিযোগ তুলে চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটি বুধবার দাসপুরের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টারিং করেছে। পোস্টারগুলিতে শুধুমাত্র ঘাটালকে বাঁচাতে দাসপুরকে ডোবানোর চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মামুদপুরের বকুলতলা থেকে দাসপুরের পীরতলা পর্যন্ত মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। দফায় দফায় প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সাংসদ মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক হয় ঘাটালে। কিন্তু দাসপুরের চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটির প্রতিবাদ, অভিযোগ ও জমিজটে তবে কি মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের কাজ থমকে যাবে? ঘাটালে এখন এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ টেনেছেন : শমিক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী ব্রাহ্মণ নাকি অব্রাহ্মণ পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ে কোনও চর্চা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে তাঁর ব্যানার্জি পদবী ত্যাগ করে এসেছেন। তিনি নাকি বলেছেন তিনি ব্যানার্জি পদবী ত্যাগ করে তিনি মতুয়া হয়ে গিয়েছেন। এখন আবার তিনি ব্যানার্জি পদবী নিয়ে কথা বলছেন। বর্ধমানে বিজেপি জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে এসে রাজ্য বিজেপির মুখ পাত্র শমিক ভট্টাচার্য একথা বলেন।

আরএসএস প্রসঙ্গে বলেন, আরএসএস রাজনীতি করে নাকি যে ওরা বিজেপি নিয়ে জানবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক কি কাজ করতে চায় সেটা যদি বিরোধীরা জানতে পারে তার আগেই সংঘ সমাজে বিলীন হয়ে যাবে। গোটা সমাজ সংঘময় হয়ে যাবে। সংঘের কাজটা ব্যাপক। শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেন, বাইরে থেকে অস্ত্র পাচার হচ্ছে না। বাংলাতেই যেই অস্ত্র চলে না সেই সমস্ত অস্ত্রই ব্যবহার করা হয় এখানে। পুরনো অস্ত্র উদ্ধার করছে পুলিশ। যা পুরোটাই নাটক। তিনি বলেন, হিন্দুত্ব কোনও বাদ নয়। হিন্দুত্ব বহুত্ববাদ। হিন্দুত্ব যত মত তত পথ। হিন্দুত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংবদ্ধ, শক্তিশালী, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন আছে সে কথাই তারা বলেন। এদিন সমিক ভট্টাচার্য্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিধায়ক ও পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি ও বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কার্যকর্তারা।

যদিও এরকম সাংগঠনিক বৈঠক গোটা রাজ্য জুড়েই চলছে। তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও বৈঠকটি হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে।যদিও কমিটির নাম ঘোষণা না করলেও কমিটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সামনে আসছে বিধানসভা এই ভোটকে সামনে রেখে এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির কার্যালয়ে। অবশেষে সাংগঠনিক বৈঠক শেষ হওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সমিক ভট্টাচার্য।

দীর্ঘ মামলা চলার পর নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় সাজা ঘোষণার দিনেই জেল মুক্তি অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর খানাকুলে নাবালিকা আবাসিককে নির্যাতন ও ধর্ষণ মামলার রায় দিল আরামবাগ মহকুমা আদালত। এদিন মহামান্য বিচারক কিষেন কুমার আগরওয়াল অভিযুক্তকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেন। যদিও এক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত নাহলেও বার বার শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন অভিযুক্ত ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ বছর জেলে থাকার ফলে এদিনের সাজা অনুযায়ী জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে সে। অভিযুক্তের নাম বিজয় ঘটক। জানা গেছে, ২০১৫ সালের মে মাসে খানাকুলের কৃষ্ণনগরের একটি বেসরকারি হোমে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করা হয় হুগলি চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে। ঘটনায় ওই হোমেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খানাকুল পুলিশ। এদিনের সাজা প্রসঙ্গে সরকারী আইনজীবীদের দাবি, সঠিক সময়ে সঠিক প্রমাণ না পাওয়ায় এই ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজা থেকে মুক্তি পেয়েছে অভিযুক্ত। এই বিষয়ে সরকারি পক্ষের বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন, এটা খানাকুলের রাজা রামমোহন রায় কলেজ সংলগ্ন স্থানে একটা আবাসিক হোম ছিল। সেই হোমের বিজয় ঘটক নামে একজন আবাসিক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। গ্রেপ্তার করে। নয় বছর মামলা চলার পর এদিন বিচারে সাজা পায়। অপরদিকে আসামী পক্ষের আইনজীবী অরূপ হাজরা বলেন, পুলিশ ধর্ষণ কেসের চার্জশিট দিলেও প্রমাণ করতে পারেনি। তবে মারধর করতো বলে প্রমাণ করেছে। সেই মতো বিচারক সাজা ঘোষণা করেছে। আগে থেকে যেহেতু জেল খাটছে তাই এদিন ছাড়া পেয়ে যাবে। এদিকে এদিনের এই রায় ঘোষণা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি মতো অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করা হলে দীর্ঘদিন আদালতের চক্কর কাটতে হত না অভিযুক্ত ও নির্যাতিতা উভয়কেই। এবিষয়ে পালটা সুর চড়িয়েছে বিজেপিও।

মিলের জ্বলন্ত ছাইয়ে দগ্ধ মা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম ব্লকের রামচন্দ্রপুরে ধান মিলের ফেলে দেওয়া জ্বলন্ত ছাইয়ে পুড়ে গুরুতর আহত হয়েছে মা ও ছেলে। ওই এলাকার ৪ টি ধান মিলের সেক্রেটারি ভবতোষ মণ্ডল সহ মালিকদের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। রামচন্দ্রপুর এলাকার ধান মিলগুলির সেক্রেটারি ভবতোষ মণ্ডলের গ্রামীণ অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড সহ চারটি ধান কল রয়েছে। মিলগুলির পোড়া তুষ রাস্তার পাশে এবং লোকের জমিতে ফেলে দেয়। বুধবার সকালে রামচন্দ্রপুরের পাঁচ বছরের শিশু নিহার মাহাতো রাস্তার ধারে খেলার সময় ফেলে রাখা তুষের গাদায় চলে গেলে হাঁটু পর্যন্ত পুড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গেলে তার মা শান্তি মাহাতোও একইভাবে হাঁটু পর্যন্ত ঝলসে যায়। ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সংলগ্ন একটি মিলের কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায় এড়িয়ে ভবতোষ মণ্ডলের ছেলে সহ বাকি মিলগুলির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে। ধান মিলগুলির ফেলে দেওয়া তুষের আগুনে মা ও ছেলের এই দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি ওই এলাকায় ধান মিলগুলির ছাই ফেলা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদে আক্রান্ত মহিলারা পুলিশের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হতে হল প্রতিবাদীদের। ঘটনাটি ঘটেছে পানাগড় বাজারের রেল কলোনি ঝুপড়িপাড়া এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা রেখা বাউড়ির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের এলাকায় বেআইনি ভাবে দেশি ও বিদেশি মদ বিক্রি করছেন বেশ কয়েকজন। এর ফলে এলাকার পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনই এলাকার পুরুষরা নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকছে দিনভর। যার কারণে নিত্যদিন বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকছে। এলাকায় বেআইনি ভাবে মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে গত ১৩ তারিখে তারা কাঁকসা থানায় প্রায় ৫০ জন মহিলা ডেপুটেশন দেন কাঁকসা থানার আইসিকে। অভিযোগ, এর পর থেকেই শুরু হয় তাদের লক্ষ করে কটূক্তি ও ধমকি। মঙ্গলবার সকালে পাড়ার মহিলারা একজোট হয়ে এক মহিলার বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির ব্যবসা ভেঙে দিয়ে আসলে। পরে একা পেয়ে বেআইনি মদ বিক্রেতা মহাদেব চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে টেনে হিঁচড়ে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে ও তাঁর পরনের পোশাক ছিঁড়ে দেয়। বাঁচার জন্য তিনি চিৎকার করলে এলাকার মহিলারা ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে বুধবার তিনি ও এলাকার মহিলারা ফের কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন ও দোষীরা যাতে শাস্তি পায় তার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি ও এলাকার মহিলারা জানিয়েছেন, এলাকায় বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির প্রতিবাদ করতে গিয়ে এখন আতঙ্কের মধ্যে তাদের থাকতে হচ্ছে। প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। কাঁকসা থানার পুলিশ ওই মহিলাদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ডেভলপমেন্ট অথরিটি আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিককে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনার অঙ্গীকার নিয়েছে। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পথে নামল টাটা এআইএ। বুধবার সিউড়ির টাটা এআইআই দপ্তর থেকে সাধারণ মানুষকে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে অবগত করার জন্য অ্যাডভাইজার ও লিডাররা যৌথভাবে পদযাত্রা বের করে। এই পদযাত্রা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত গিয়ে অফিসে এসে শেষ হয়।

অঞ্চল সভাপতির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দ ২১ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে হ্রদের ডাঙা গ্রামে রয়েছে একটি সরকারি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এতদিন মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য ছিল না উপযুক্ত বসার জায়গা। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বড় হল ঘর শৌচাগার। তৃণমূলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষের উদ্যোগে জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সাহচর্যে পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল থেকে ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে তৈরি হবে মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য উপযুক্ত বসার জায়গা, এছাড়াও তৈরি হবে একটা বড় হলঘর ও শৌচাগার ।

এই বিষয়ে গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার কাছে আবেদন জানিয়েছিল বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য উপযুক্ত বসার জায়গা নেই। ছিল না সেরকম কোন শৌচাগার, এছাড়াও একটা হল ঘরের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এই আবেদন পেয়ে তিনি যে তার জেলা সভাপতিকে জানান। গৌতমবাবু বলেন, জেলা সহচর্যেই একুশ লক্ষ টাকা দুর্গাপুর ফরিদপুর সমিতির তহবিল থেকে স্কুলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে এসে গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিড ডে মিলের খাবার খেলেন। গৌতমবাবু বলেন, মিড ডে মিলের খাবারের মান এত ভালো এটা তাঁর জানা ছিল না।

শিল্পাঞ্চলে ফের নৃশংসতার নজির

মৃত সদ্যোজাতকে নিয়ে যাচ্ছে কুকুরে, শিউরে উঠল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কুকুরে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে। এ বিষয়টাই লক্ষ্য করে ভয়ে, আতঙ্কে, শিউরে উঠল রাস্তায় চলতে থাকা মানুষজন। আর তারপরই কুকুরকে তাড়া করতেই কুকুর রাস্তার ওপর ফেলে চলে গেল শিশুকন্যাকে। যদিও সদ্যোজাত শিশুকন্যাটি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

বুধবার রানিগঞ্জের স্কুল মোড় সংলগ্ন রাজপাড়া যাওয়ার রাস্তায় এই বিষয় লক্ষ্য করে হতচকিত হয়ে পড়ে অনেকে। এভাবে কেউ নিজের সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে ফেলে দিতে পারে, তা দেখেই ছি ছি করছে এলাকার মানুষজন।অনেকে আবার দাবি করছেন কন্যাসন্তান হয়েছে তো তাই হয়তো দায়মুক্ত হতে, তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। তবে অনেকে আবার দাবি করেছে সংলগ্ন এলাকায় দু' দু'টি হাসপাতাল আর নার্সিংহোম রয়েছে সেখানে সম্ভবত কোনও সদ্যোজাত শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার পরিবার-পরিজন হয়তো তাকে ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। তবে এ সকল কথা প্রকাশ্যে এলেও প্রত্যেকেরই একটাই দাবি, মৃত শিশুকন্যা হলেও তাকে সৎকার করা উচিত ছিল তা না করে কেন এভাবে শিশুকন্যাকে ফেলে দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তারা।

এই ঘটনার খবর পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই রানিগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মৃত সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শিশুকন্যার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে বলে জানা যায়। তবে কে বা কারা ওই শিশুকন্যাকে সেখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে সেসব বিষয়ক খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার মধ্যে লাগানো বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির ফুটেজ।

গাছ কাটার অভিযোগে সাত দিনের ছুটিতে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমএইচও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর জুড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরনো গাছ স্থানীয়দের দাবি এই গাছগুলির বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর। এই গাছের তলায় আশ্রয় নিত রোগী রোগীর আত্মীয়রা এবং পথচারীরা। এবার একের পর এক সেই গাছে কোপ। অভিযোগের তির হাসপাতালের বিএমএইচও ডক্টর দেবাঞ্জন ঘোষের বিরুদ্ধে।

বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, কোতুলপুর গ্রামীন হাসপাতালের বিভিন্ন স্টাফেদের কাছ থেকে শোনা গেছে হাসপাতালের আউটডোর চত্বর এলাকা থেকে একাধিক গাছ বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং কেউ বা কারা সেগুলি নিয়ে গিয়েছে। সেই বিষয়টি নিয়ে বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ২ এর নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করা হয় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য। তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে তারা নেতিবাচক রিপোর্ট করে। সত্যি সত্যি ওইখান থেকে গাছ কাটা হয়েছে। যেহেতু এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা। তার জন্যই হাসপাতালের বিএমএইচও ডক্টর দেবাঞ্জন ঘোষকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে এবং ৭ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে তাঁকে রিপোর্ট করার জন্য। পাশাপাশি বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি মির্জাপুর PHC থেকেও কিছু গাছ কাটা হয়েছে সেখানে কিছু গাছের গুঁড়ি রয়ে গিয়েছে।

পুলিশ ব্যারাকে পুলিশকর্মীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বুধবার সকালে মায়াপুর ফাঁড়ির ব্যারাকে পুলিশ কর্মী ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই পুলিশ কর্মীর নাম দেবাশিস গড়াই (৪৩), তার বাড়ি বীরভূম জেলার নানুর থানা এলাকায়। বুধবার সকাল প্রায় ৯.৩০ নাগাদ কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার নবদ্বীপ থানার মায়াপুর পুলিশ ক্যাম্পের তিনতলার একটি ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর দেবাশিস গড়াই। পরে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের অন্যান্য কর্মীরা ওই আধিকারিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে মায়াপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়, সেখানে

কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৪ মাস আগে নাকাশিপাড়ার ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে আসেন এএসআই দেবাশিস গড়াই। কি কারণে আত্মহত্যা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ, ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার আইসি সহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ জানান, বিষয়টি অত্যন্ত মর্মান্তিক। ঠিক কি কারণে আত্মহত্যা করেছে তা আমরা খতিয়ে দেখছি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে।

১ বছর ১০ মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্-এ নাম তুলল ইংরেজবাজারের প্রিয়াংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাত্র এক বছর দশ মাসেই অনর্গল বলতে পারে গায়ত্রী মন্ত্র, সরস্বতী বন্দনা। শুধু তাই নয়, ৪০ রকমের ছোটদের ছড়াও ইংরেজি এবং বাংলাতেও অঝোরে বলতে পারে ওই শিশু। এছাড়াও স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ পরিষ্কারভাবে সকলের সামনে বলে তাক লাগিয়ে দিয়েছে মাত্র এক বছর দশ মাসের ওই শিশু প্রিয়াংশু গুপ্তা। এরপর ওই শিশুকেই সুপার ট্যালেন্টেড বেবি হিসাবে পুরস্কৃত করেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসে্ ওই শিশু প্রিয়াংশু গুপ্তার নাম নথিভুক্ত হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

ইংরেজবাজার পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মিস্ত্রিপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ গুপ্তা। পেশায় ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী ব্রততী গুপ্তা, গৃহবধূ। তাদেরই একমাত্র পুত্র সন্তান প্রিয়াংশু গুপ্তা। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস্-এর সুপার ট্যালেন্টেড বেবি হিসাবে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তারা প্রথমে দিল্লি থেকে ভিডিও কলে ওই শিশুর সমস্ত কিছু সঠিক তথ্য যাচাই করে দেখেন। এরপরই ইংরেজবাজারের ওই শিশুর বাড়িতে সরাসরি সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তারা আসেন এবং ওই শিশুর এই প্রতিভার পরীক্ষা নেন। সেখানেই সাফল্য অর্জন করেছে প্রিয়াংশু গুপ্তা নামে ওই শিশু। ওই শিশুর মা ব্রততী গুপ্তা জানিয়েছেন, ছয় মাস বয়স থেকেই আমার ছেলের মধ্যে অন্যরকম প্রতিভা আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম। ধীরে ধীরে এই বয়সেই সমস্ত জ্ঞান সহজেই অর্জন করে নেয় ছেলে। এরপরই গিনিস বুক অব রেকর্ডসে্ ছেলের নাম তোলার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটে মাধ্যমে যোগাযোগ করি। সেই সংস্থার কর্মকর্তারাই জানিয়েছিলেন তারা ১৩ বছরের নিচে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ করায় না। পরে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে জানতে পারি, তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রটোকল মেনে ছেলের সমস্ত তথ্য দিয়ে আবেদন করি। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে মালদার বাড়িতে এসে প্রিয়াংশুর পরীক্ষা নেয়। তাতেই ওকে শংসাপত্র দেওয়াসহ পুরস্কৃত করেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে্র কর্মকর্তারা। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডসের ছেলের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে।

জলসংকটে কালনার বেশকিছু গ্রাম, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: গ্রীষ্মকাল পড়তে না পড়তেই তীব্র জল সংকটে ভুগছেন কালনার ঝিকরা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষরা। গ্রামে দু'-একজনের বাড়িতে সাবমার্শিবল পাম্প থাকায় তাঁদের বাড়ি থেকে জল চেয়ে আনতে হয়। না পেলে পুকুরের জল খেয়ে দিন কাটাতে হোচ্ছে বহু মানুষকে। পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস আগে বাড়ি বাড়ি জলের কল বসানো হয়েছিল পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। জল পেতে শুরু করেছিলেন কালনা ২ নম্বর ব্লকের অকাল পৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের আগ্রাদহ, ঝিকরা, বাজিতপুর সহ কয়েকটি গ্রামের মানুষরা, হঠাৎ বাড়ির পানীয় জলের কলের কানেকশন কেটে মাটির তলায় পাইপ পেতে নতুন করে জল দেওয়ার জন্যে কাজ শুরু করে পিএইচই, তার জন্যে গ্রামে বসানো হয়েছে আড়াই লক্ষ লিটারের জলের ট্যাংক, কোনও এক অজানা কারণে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস ধরে খাবারের পানীয় জল গ্রামে পৌঁছনো বন্ধ হয়ে যায়। চরম জল সংকট শুরু হয়ে যায়। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা পাননি অসহায় গ্রামবাসিরা। এর ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষ। তিনটি টিউবয়েলের মধ্যে দু'টি খারাপ। একটি তে জল পাওয়া গেলেও সেই জল পান করার অযোগ্য।

জলের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে ভীষণ ভাবে আকুতি মিনতি করে গ্রামের দুই একটি বাড়ির সাবমার্শিবল পাম্প থেকে জল আনতে হচ্ছে গ্রামের মহিলাদের। যদি জল না দেয় তবে বাধ্য হয়ে পুকুরের জল পান করতে হচ্ছে ও রান্নার কাজ করতে হচ্ছে।

এই বিষয়ে বুধবার বিডিও বর্ধমানের মিটিং থাকায় অফিসে অনুপস্থিত থাকায় জয়েন্ট বিডিও অরুনাভ চৌধুরীকে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় বলেন, এই বিষয়ে তার তেমন কিছু জানা নেই জেনে বলতে পারবেন। অন্যদিকে দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।

২০১১, ২০২৪-এ শুরুটা বাংলাদেশ দিয়েই হয়েছিল, চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম: কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। আইসিসি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেললে সেই প্রতিযোগিতা ভাল যায় ভারতের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নামার আগে এই কথা মনে করিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি।

কোহলি উদাহরণ টেনেছেন ২০১১ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। ২০১১ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল ভারত। সেই ম্যাচ জিতেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপও জিতেছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। সেই ম্যাচ ভারত জিতেছিল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপও জিতেছিল তারা। সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোহলি বলেন, তএর আগে দু'বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আমরা প্রথম ম্যাচ খেলেছি। ২০১১ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দু'বারই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তাই ওদের বিরুদ্ধে শুরুটা হলে সেই প্রতিযোগিতা আমাদের ভাল যায়। এ বারও আশা করছি সেটাই হবে।

২০১৭ সালে শেষ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হয়েছিল। আট বছর পর আবার হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। কোহলি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে এই প্রতিযোগিতা তাঁর বেশি পছন্দের। তার কারণও জানিয়েছেন কোহলি। তিনি বলেন, অনেক বছর পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা আমার ব্যক্তিগত ভাবে খুব ভাল লাগে। কারণ, প্রথম আটে থাকা দল এই প্রতিযোগিতায় খেলে। তাই সারা বছর ধরে ভাল খেলতে হয়। প্রথম সারির দল খেলায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টান টান লড়াই হয়।

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। ন'মাসের মধ্যে আরও একটি আইসিসি প্রতিযোগিতা জেতার সুযোগ রয়েছে। টি-টোয়েন্টির মানসিকতা নিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে চান কোহলি। বিশ্বকাপের তুলনায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে পিছিয়ে পড়লে ফেরা যায় না। সেই চাপ তাঁদের সুবিধা করে দেবে বলে মনে করেন কোহলি। তিনি বলেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমরা যে চাপ নিয়ে খেলেছি সেটাই এখানে খেলতে চাই। কারণ, দুটো প্রতিযোগিতাই খুব ছোট। শুরু থেকেই জিততে হবে। একটা ম্যাচ খারাপ হলে চাপ বেড়ে যেতে পারে। তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মানসিকতা নিয়েই এখানে খেলতে চাই।

মাথায় পড়ল ২৭০ কেজির রড, মৃত্যু সোনাজয়ী মেয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনুশীলনে ঘাড়ে পড়ল ২৭০ কেজির রড। মৃত্যু হল ভারতের ১৭ বছর বয়সি পাওয়ারলিফ্টার যষ্টিকা আচার্যের। রাজস্থানের এই মহিলা পাওয়ারলিফ্টার জুনিয়র জাতীয় গেমসে সোনা জিতেছিলেন। রাজস্থানের বিকানেরে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

মঙ্গলবার জিমে অনুশীলন করছিলেন যষ্টিকা। সে সময়ে ২৭০ কেজির রড তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ে। ঘাড় ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসার কোনও সুযোগই পাওয়া যায়নি।

বিকানেরের নয়া শহরের এসএইচও বিক্রম তিওয়ারি যষ্টিকার মৃত্যুর খবর জানান। তিনি বলেন, জিমে যখন অনুশীলন করছিলেন যষ্টিকা, তখন সঙ্গে ছিলেন তাঁর ট্রেনার। ওই ট্রেনারও আহত হন। তবে তাঁর সামান্য চোট লেগেছে। যষ্টিকার পরিবারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনেকেই বলছেন, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। অনুশীলনের সময় যেন ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

জমি দুর্নীতি মামলায় মুক্ত কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি: কর্নাটকে জমি বণ্টন দুর্নীতি মামলা থেকে মুক্তি পেলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর স্ত্রী-সহ অন্য তিন অভিযুক্তকেও বুধবার ক্লিনচিট দিয়েছে সে রাজ্যের লোকায়ুক্ত। তদন্তে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া এবং তাঁর সহ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন লঙ্ঘনের কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

মাইসুরু নগরোন্নন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে গত বছর নাম জড়িয়েছিল কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, তাঁর স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুনের। পার্বতী এবং মল্লিকার্জুনের নামে ৫৬ কোটি টাকার বিনিময়ে মাইসুরুর অভিজাত এলাকায় ১৪টি জমি বরাদ্দ করা

হয়েছিল বলে তথ্যের অধিকার আইনে প্রাপ্ত জবাবে জানা গিয়েছিল। তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী কৃষ্ণ অভিযোগ তোলেন, বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে বরাদ্দ হয়েছিল ওই জমি।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত বছরের অগস্টে সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিয়েছিলেন কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গহলৌত। এর পর হাইকোর্টের সম্মতিতে লোকায়ুক্ত পুলিশ সিদ্দারামাইয়া ও অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় সিদ্দারামাইয়াকে।

পাশাপাশি, ওই 'দুর্নীতিকাণ্ডের' অনুসন্ধানে নেমে ইডি প্রায় ৩০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এর পর তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে মামলাটি লোকায়ুক্তের হাত থেকে সিবিআইকে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্ন সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছিলেন গত ৭ অক্টোবর। এ বার সস্ত্রীক সিদ্দারামাইয়াকে ক্লিনচিট দিল লোকায়ুক্ত।

নতুন উচ্চতায় বোল্ট অডিও

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: ফোর্ড মাস্টাংয়ের সহযোগিতায় বোল্ট অডিও নতুন রেঞ্জের হাই-পারফর্মেন্স অডিও প্রোডাক্ট উপস্থাপন করেছে। নিজেদের পুরনো অংশীদারিত্বের উপর নির্ভর করেই এই নতুন সাফল্য এসেছে। যার ফলে দ্রুত বাড়তে থাকা স্মার্ট অডিও মার্কেটে বোল্ট নিজেদের স্থান বজায় রাখতে পেরেছে। এবং গ্রাহকদের কাছে কাটিং-এডজ টেকনোলজি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও রাখতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন বোল্ট -এর সহ প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বরুণ গুপ্তা।

ইউক্রেন থেকে ৫০ শতাংশ খনিজ সম্পদ দাবি করলেন ট্রাম্প, প্রস্তাবে নিমরাজি জেলেনস্কি

কিভ, ১৯ ফেব্রুয়ারি: রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছেন আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, 'আমিই শান্তি ফেরাব।' তবে এই শান্তির বিনিময়ে যথেষ্ট মূল্য চোকাতে হচ্ছে প্রাক্তন সোভিয়েত দেশটিকে। জানা যাচ্ছে, ইউক্রেনের পাশে থাকার বিনিময়ে দেশটির ৫০ শতাংশ খনিজ সম্পদ দাবি করেছে আমেরিকা। আমেরিকার এই প্রস্তাবে বেঁকে বসলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি।

গ্রাফাইট, লিথিয়াম ও ইউরেনিয়াম-সহ আরও নানান খ নিজের ভাণ্ডার ইউক্রেন। আমেরিকার দাবি, ইউক্রেনের পাশে থাকার বিনিময়ে এইসব খনিজের ৫০ শতাংশ মালিকানা দিতে হবে তাদের। তবে ইউক্রেনের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে কোনও যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে দিকে নজর রেখে ইউক্রেনকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দিতে হবে আমেরিকাকে। ইউক্রেনের অভিযোগ, খনিজ সম্পদের বিষয়ে জেলেনস্কি কিছুটা উদার মনোভাব দেখালেও, এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে আমেরিকা চুক্তিপত্রে কোনও গ্যারান্টি দেয়নি।

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 14/BANNYESWAR GP/ 15th CFC/2024-25, DATE:-17.02.2025
The last date for online submission of all tender is **28.02.2025 up to 14:00 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 13/BANNYESWAR GP/15th CFC/2024-25, DATE:-17.02.2025.
The last date for online submission of all tender is **28.02.2025 up to 14:00 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIT No.:02 of 2024-25
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 71 nos.Development works within Basirhat Municapility. **Tender Start Date: 20.02.2025 at 9.00 am. Closing Date: 28.02.2025 upto 9.00 am.** For more information, visit : **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

e-Tender Notice
The undersigned is invited-Tender Notice No: CHOW-II/91/25.Tender Notice No: CHOW-II/92/25.Dated: 12/02/2025.Last date of Bid submission: 23/02/2025. Technical Bid open: 27/02/2025. For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or contact to the G.P Office.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat
Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **02 (two) nos. of Development work near Ghatal polytechnic college in ward no. 13 within Ghatal Municipality under SWM Scheme as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-6e/2024-25, Date: 19.02.2025, Tender ID: 2025_MAD_817047_1 to 2.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Office of the Radharghat-I Gram Panchayat
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-08/PRODHAN/ RADHARGHAT-I GP/ 2024-25, Dated 18/02/2025 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **28/02/2025 Time: 18.00** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

Office of the Radharghat-I Gram Panchayat
Sealmara : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO-07/PRODHAN/ RADHARGHAT-I GP/ 2024-25, Dated :18/02/2025 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-I G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **28/02/2025 Time: 18.00**. Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-I GP
Sealmara, Berhampore, Murshidabad.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী-১
প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক **ওপেন টেন্ডার নোটিস নং এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/২৩-২০২৪-রিটেন্ডার** "ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতা-র সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে ইউপিএস-এর (প্রতিক্ষেত্রে ০২টি করে সেট) ওসিসি এবং ডিসিসি-র জন্য ভিআরএলএ ব্যাটারির অপসারণ, স্থানান্তর, সরবরাহ এবং পুনর্স্থাপনের কাজ"-এর জন্য পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। **এই টেন্ডারের বন্ধের তারিখটি** ২০.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টের পরিবর্তে **২৫.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে** রূপে পড়তে হবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 65 of 2024-2025 Sl. No. 1 Dated 11.02.2025
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 25.02.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 28.02.2025 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 6 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/BGP/25/NIT/96/ (1-6), Date: 19.02.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **19.02.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **27.02.2025 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **03.03.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নামঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে "জোকা - বি.বা.দী. বাগ (পার্পল লাইন), নিউ গরিয়া - এয়ারপোর্ট (অরেঞ্জ লাইন), নোয়াপাড়া - বারাসাত (ইয়েলো লাইন), সেক্টর-V থেকে হাওড়া ময়দান (গ্রীন লাইন) করিডোর এবং জোকা ও নিউ টাউন ডিপোতে মেট্রো রেলওয়ে/কলকাতার অধিগ্রহণকৃত জমির মিউটেশন, ভূমি পরিকল্পনা এবং ডাটা সমন্বয়সাধন এবং ডাটা ডিজিটালাইজেশনের কাজের জন্য সুবিধা প্রদান।" **কাজের আনুমানিক মূল্য (টাকা) ঃ** ₹ ৩৮,১১,৫০০, **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৬,২০০, **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ১৮.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টায়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। সংযোজনী/সংশোধনী, **যদি থাকে, কেবলমাত্র** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিভিল-২৫১০-২০২৫ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No. 1110/GM/NIT/AMRUT 2.0 /24-25 Dated: 19/02 /2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-12(e)/24-25 (2nd call)
Dated. 20/02/2025
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Permanent road restoration (Concrete) at different locations of Gobardanga Municipality Area under AMRUT 2.0. **Last date of submission of Bid on 10/02/25. For details Visit: https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Office of the Prodhan
Alal Gram Panchayat
Vill-Jorgachi, P.o-Alal, P.s-Gazole, pin-732128, Diat -Malda.
Notice INVITING e-Tender
N.I.e-T NO:10AGP/2024, Dated :- 19/02/2025,
Tender documents download and bid submission stat date & time **19/02/2025 time-5 P.M,** Last date and time for bid Submission **27/02/2025 at 12.00 & Opening Date-01/03/2025 at 12.00 P.M.**
For more information please visit **www.wbetenders.gov.in**
Sd /- Prodhan
Alal Gram Panchayat

PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
PANCHGRAM, Nabagram, Murshidabad
e-NIT No. 12/PGP/15 th FC/2024-25. Dt. 18/02/2025
&
e-NIT No. 13/PGP/15 th FC/2024-25. Dt. 18/02/2025
Prodhan, Panchgram Gram Panchayat invites e-tender from bonafied contractors, Agencies, Institution, individuals for mentioned work. Website - **htpp://wbtenders. gov.in.** Details information is available at the website and the undersigned on any working days.
Tender ID: 2025 ZPHD 817843_1 to 2025 ZPHD_817843_7 & 2025 ZPHD 817867_1 to 2025_ZPHD_817867_2
Sd/- Prodhan
Panchgram Gram Panchayat
Panchgram, Nabagram, Murshidabad.

NOTICE INVITING TENDER
WBCADC Saharjore Project under P&RD Department, Govt. of West Bengal is inviting sealed tender against **E-NIT No.- 04_2024-25 (2nd Call) for Electrical wiring with PVC Insulated & Unsheathed Single Core Stranded Copper Wire "FR"– in PVC Rigid Conduit 'FR' (ISI Marked) on Wall/ Ceiling including supply of fitting & fixture for Electrification of Renovated Administrative building at WBCADC Saharjore Project, Begunkodar, Purulia** from bonafied, experienced, requted Supplier/ Manufacturer/ Contractor.Last date for submission of application **28.02.2025 upto 16:00 p.m.** & other relevant information will be available from a procurement portal **www.wbtenders.gov.in** & also this office during working hours.
Sd/- Officer-In-Charge
WBCADC Saharjore Project

Pratapnagar Gram Panchayat
Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-Tender No.: WB/S24PGS/PGP/147/2024-25, WB/S24PGS/PGP/148/2024-25, WB/S24PGS/PGP/149/2024-25 & WB/S24PGS/PGP/150/2024-25, Date: 17.02.2025.** Total Scheme- 15 Nos., Fund-15th FC Tied & Untied,Bid Submission Start Date : **17.02.2025 at 04:00 PM.** Last Date of Submission : **25.02.2025 up to 02.00 PM.** Date of Opening of Tender : **28.02.2025 at 03:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-180 (3rd Call)/ 24-25 and 299 to 309/ 2024-2025
Dated- 19-02-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electricall works at Coochbehar, Burdwan, North 24 Parganas, Purba Medinipur, Murshidabad, Birbhum Bankura, Nadia and Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **20-02-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **07-03-2025 upto 3.00 pm**
Date: 19.02.2025 **Sd/- Executive Engineer**

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
(পূর্বতন গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত)
CIN: L46620WB2024PLC268366
গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি
সেক্টর ৫, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত
[২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুযায়ী]
(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

বিবরণদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	৯,৫৩৬.৭৮	১৩,৬৮৯.৪৪	২৩,২২৬.২২	৫,১২৬.৯৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৯০৯.৭৩	১৩৫২.১৩	২,২৬১.৮৬	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯০৯.৭৩	১৩৫২.১৩	২,২৬১.৮৬	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী	৭০৬.০১	১,০০৩.৫৪	১,৭০৯.৫৫	৩৯৫.৩৭
আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি)	১৫৪২.২৩	১২৩৩.৭৮	১৫৪২.২৩	১০৯৭.৭৮
শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
ক) মূল	২.২৯	৮.১৩	৫.৫৪	৩.৬০
খ) মিশ্র	২.২৯	৮.১৩	৫.৫৪	৩.৬০

দ্রষ্টব্য :
১. উক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত ১৯/০২/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং ২০১৫ সালের সংশোধিত মতে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে।
২. উক্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com থেকে পাওয়া যাবে। নিম্নোক্ত কিউআরকোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

তারিখ : ১৯.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
গণেশ ইনফ্লাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভোয়ার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
ডিন : ০২৩৩১৪৬৯

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
(পূর্বতন গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত)
CIN: L46620WB2024PLC268366
গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি
সেক্টর ৫, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত
[২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুযায়ী]
(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

বিবরণদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	১৪,৯৪১.৮৯	৯,৫৩৬.৭৮	৩৮,১৬৮.১১	৫,১২৬.৯৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১৫১৬.৫২	৯০৯.৭৩	৩৭৭৮.৩৮	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৫১৬.৫২	৯০৯.৭৩	৩৭৭৮.৩৮	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী	১১৩৩.৭৯	৭০৬.০১	২৮৪৩.৩৪	৩৯৫.৩৭
আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি)	২১৩৬.০৭	১৫৪২.২৩	২১৩৬.০৭	১০৯৭.৭৮
শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
ক) মূল	২.৬৫	২.২৯	৬.৬৬	৩.৬০
খ) মিশ্র	২.৬৫	২.২৯	৬.৬৬	৩.৬০

দ্রষ্টব্য :
১. উক্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত ০৫/০২/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং ২০১৫ সালের সংশোধিত মতে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে।
২. উক্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং নয়মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com থেকে পাওয়া যাবে। নিম্নোক্ত কিউআরকোড স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

তারিখ : ০৫.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
গণেশ ইনফ্লাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভোয়ার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
ডিন : ০২৩৩১৪৬৯

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

বিপুল পরিমাণ মুনাফা কামিয়েছে বিএসএনএল !

বিপুল পরিমাণ টাকা রোজগার করেছে বিএসএনএল। শুধু অক্টোবর-ডিসেম্বরের হিসাবই বলছে, প্রায় ২৬২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে এই সংস্থা। গত ১৭ বছরের মধ্যে যা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ লাভ পেয়েছে সংস্থাটি।

বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে কোম্পানি যাতে আরও দীর্ঘমেয়াদি লাভ করতে চায় সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। শেষ তিন মাসের হিসেব বলছে, প্রায় ৪৮ শতাংশ লোক বর্তমানে বিএসএনএল পরিষেবা ব্যবহার করছেন। তাতেই বেড়েছে বিপুল পরিমাণে আয়।

শুধু আয় বেড়েছে এমনই নয়, কর্মচারীদের পেছনে খরচও কমেছে অনেক। বার্ষিক আয় কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৩৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। সদ্য পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই কোম্পানিটি তিনশো কোটি টাকা হারিয়েছে। তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বিএসএনএল-এর কর্মীদের লাভ মূলত রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করবে। মূল ব্যবসায় দেখা গিয়েছে, বিএসএনএলের

আয় ত্রৈমাসিকে ১৪ শতাংশ এবং বার্ষিক হিসেবে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কিছু ব্যবহারকারী নিজেদের সিম বিএসএনএলে পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই দুর্বল পরিষেবা রয়েছে এই নেটওয়ার্কের। এর ফলে অনেক ব্যবহারকারীই বেসরকারি অপারেটরদের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। সেই সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন টেলিকম অপারেটররা। বিএসএনএল ২০২৪ সালের মাঝামাঝি তাদের ফোরজি পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একইসঙ্গে সারা দেশব্যাপী প্রায় ৬৫ হাজারেরও বেশি ফোরজি খোলা হয়েছে। তথ্য বলছে, নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তাদের গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ৯২.০৫ মিলিয়ন। ২০১৯ সাল থেকে সরকার এবং বিএসএনএল প্রায় ৩.২ লাখ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সময়ে মন্ত্রীসভা বিএসএনএলের অতিরিক্ত রোলআউটের জন্য ছয় হাজার কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে।

২০২৪ অর্থবছরে বিএসএনএল থেকে আয় ছিল প্রায় ১৯ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষে ২০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়েছে এই বেসরকারি কোম্পানিটি। একইসঙ্গে পরবর্তী সময়ে শেয়ার অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ২৫ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঋণের সুদ কমালো এসবিআই, বাড়ি ও গাড়ির ইএমআই কতটা কমছে?

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) ভারতের বৃহত্তম সরকারি ব্যাঙ্ক। স্বস্তির যে এই ব্যাঙ্ক তাদের ঋণে সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমানোর ঘোষণা করেছে। সংশোধিত সুদের হার ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে। ফলে বর্তমানে রেপো রেট হল ৬.২৫ শতাংশ। আরবিআই-য়ের সিদ্ধান্তের পরই সুদের হার কমার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল।

এসবিআই সুদের হার কমানোর ফলে গৃহ ঋণ, গাড়ির ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ এবং বাণিজ্যিক ঋণের সুদের হার কমল। কমবে গ্রাহকদের মাসিক ইএমআই-এর অঙ্ক-ও।

গৃহ ঋণের সুদের হার হ্রাস

এসবিআই থেকে গৃহঋণ এখন ৮.৯ শতাংশ সুদে পাওয়া যাবে। তবে বিষয়টি গ্রাহকের ক্রেডিট স্কোরের উপর নির্ভরশীল। এই পরিবর্তনের ফলে, বাড়ি কিনতে আগ্রহী ব্যক্তিরা এখন আগের চেয়ে কিছুটা সস্তা সুদের হারে ঋণের সুবিধা পাবেন।

টপ-আপ ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার বদল

এসবিআইয়ের নতুন সিদ্ধান্তে, টপ-আপ ঋণের সুদের হারও কমানো হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক টপ-আপ ঋণের হার ৮.৫৫ শতাংশ থেকে ১১.০৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে।

গাড়ির ঋণে সুদ হ্রাস

অটো ঋণের হার এখন ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক জানিয়েছে যে, আমানতের খরচ কমে যাওয়ার পরে এই হারগুলি আরও কমানো সম্ভব। এর সঙ্গেই, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য আরও উৎসাহ প্রদানের জন্য, সবুজ গাড়ি ঋণে (বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য) সুদের হার ৯.১ শতাংশ থেকে ১০.১৫ শতাংশের মধ্যে হবে।

এসবিআই তার গ্রিন কার লোন স্কিমেও পরিবর্তন এনেছে। পরিবেশের প্রতি সচেতনতা তৈরি এবং সবুজ যানবাহন প্রচারের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক যানবাহনের উপর এখন ০.৫ শতাংশ বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই পদক্ষেপ গ্রাহকরা সস্তা সুদের সুবিধার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক যানবাহন কেনার ক্ষেত্রেও উৎসাহ পাবেন।

সম্পত্তি বন্ধক রেখে লোনের সুদ

সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণের ওপর সুদের হার ৯.৭৫ শতাংশ থেকে ১১.০৫ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে, আরবিআই সুদের হার কমানোর পর, কানারা ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক এবং আরবিএল ব্যাঙ্কও তাদের সুদের হার কমিয়েছে।

বাইক কেনার সময় কোন লোনটি বেছে নেবেন, সুবিধা কোনটিতে বেশি

নিজের কাছে একটা বাইক থাকবে এটা সকলের শখ। সেই শখ মেটাতে বর্তমানে বহু মানুষ টু হুইলার লোন নিয়ে থাকেন। তারা ব্যাঙ্ক থেকে এই লোন নিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অতি সহজেই লোন পাওয়া যায়। তবে কখনও ভেবে দেখেছেন বাইকের লোন করার সময় যদি আপনি পার্সোনাল লোন নিয়ে থাকেন তাহলে সেটা কেমন হবে।

যদি কেউ ব্যাঙ্ক গিয়ে পার্সোলান লোন নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অতি সহজেই সেটা পেয়ে যান। তবে ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় পার্সোনাল লোন নিয়ে বেশি সুদের হার নিয়ে থাকে। সেখানে অন্য লোন করার সময় সুদের হার অনেক কম থাকে।

পার্সোনাল লোন নিয়ে আপনি বাইক কিনে নিতে পারেন। সেখানে পার্সোনাল লোন পাওয়া অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। ক্রেডিট স্কোর এবং আয়ের প্রমাণপত্র দেখালেই সেখান থেকে পার্সোনাল লোন সহজে পাওয়া যায়। পার্সোনাল লোন নিতে কোনও গ্যারান্টির দরকার হয় না। পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিয়ে থাকে।

যদি কেউ টু হুইলার লোন নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অনেক বেশি শান্তিতে থাকেন। এটি মূলত একটি বাইক কেনার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এখানে সহজে লোন পেতে পারেন। সুদের হারও পার্সোনাল লোনের তুলনায় অনেক কম থাকে।

ব্যাঙ্ক টু হুইলার লোনের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত লোন দিয়ে থাকে। পার্সোনাল লোনের তুলনায় এখানে সুদের হারও কম থাকে। ব্যাঙ্ক সেখানে ক্রেডিট স্কোর, আয়ের প্রমাণপত্র দেখে থাকে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই দুটি লোনের মধ্যে টু হুইলার লোনই অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। যদিও পার্সোনাল লোনে অনেক বেশি সুযোগ থাকে। বাইকের ইনসুরেন্স সহ অন্য কভারেজ থাকে পার্সোনাল লোনে। তবে টু হুইলার লোনে সেই সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে টু হুইলার লোনে সময় অনেক কম থাকে। তার মধ্যেই টাকা ফেরত দিতে হয়।

পার্সোনাল লোন নিয়ে আপনি বাইক কিনে নিতে পারেন। সেখানে পার্সোনাল লোন পাওয়া অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। ক্রেডিট স্কোর এবং আয়ের প্রমাণপত্র দেখালেই সেখান থেকে পার্সোনাল লোন সহজে পাওয়া যায়। পার্সোনাল লোন নিতে কোনও গ্যারান্টির দরকার হয় না। পার্সোনাল লোনের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিয়ে থাকে।

মাসে ৩ হাজার টাকা করে পেনশন, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য দারুন খবর, জেনে নিন কী করতে হবে?

শ্রমিকদের জন্য বিরাট সুখবর। ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছে, যার মধ্যে অর্থিকভাবে সুবিধা বঞ্চিতদের সহায়তায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ভারতের শ্রমিকদের বেশিরভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। দৈনিক মজুরি পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের আজকের উপার্জনেই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে থাকে। সঞ্চয় তেমন না হওয়ায় শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, ভারত সরকার এই শ্রমিকদের জন্য বিশেষ এক পেনশন পরিকল্পনা চালু করেছে।

২০১৯ সালে, অসংগঠিত শ্রমিকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যত সুরক্ষার স্বার্থে 'প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা' চালু করা হয়েছিল। এইটা একটা পেনশন প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় মাসিক ৩০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন পাবার কথা শ্রমিকদের।

দোকান মালিক, গাড়ির চালক, রিকশাচালক, মুচি, কল-মিস্ত্রি, দর্জি, ধোপা এবং নাপিতদের মতো শ্রমিকরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। এই প্রকল্পের জন্য যোগ্যতা অর্জনের একমাত্রবিষয় হল, শ্রমিকদের বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে

হতে হবে। এছাড়াও নূন্যতম ২০ বছর ধরে এই প্রকল্পে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা অবদান হিসাবে জমা করতে হবে শ্রমিককে। ৬০ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর, তারা তাদের অবদানের উপর ভিত্তি করে মাসিক পেনশন পাবেন।

'প্রধানমন্ত্রী শ্রম যোগী মানধন যোজনা'র সুবিধা পেতে, শ্রমিক তাঁর নিকটতম কমন সার্ভিস সেন্টারে যেতে পারেন। সেখানে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ব্যাঙ্কে একটি একক সেভিংস অ্যাকাউন্ট পাসবুক বা চেকবুকের মতো কিছু নথি। সফলভাবে নাম নথিভুক্ত করার পরে, শ্রম যোগী কার্ড নম্বর দেওয়া হবে। এরপরই মাসিক অবদান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রমিকের অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে।

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট সুবিধার সঙ্গেই আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে অসুবিধাও

মানুষের নানা কাজে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সঞ্চয়ের জন্যই মানুষ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলে। এছাড়াও, দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা নিশ্চিত করার জন্য সরকার 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'ও চালু করেছে। কোনও ব্যক্তি একটি একক অ্যাকাউন্ট ছাড়াও, জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টও খুলতে পারেন। তবে, জয়েন্ট সেভিস অ্যাকাউন্ট একক সেভিংস অ্যাকাউন্টের থেকে কিছুটা আলাদা। এই প্রতিবেদনে, আমরা জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি খতিয়ে দেখবো।

কারা একটি জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন?

কোনও ব্যক্তি তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী, ভাইবোন, এমনকি একজন বন্ধুর সঙ্গেও জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এই অ্যাকাউন্টটি দু'জন ব্যক্তিকে একসঙ্গে অর্থ পরিচালনা এবং সঞ্চয়ের সুবিধা দেয়। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গেও কেউ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট জন্যও খোলা যেতে পারে।

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুবিধা

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে দু'জন অ্যাকাউন্টধারীই আর্থিক দায়ভার ভাগ করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি স্বামী-স্ত্রী বাড়ি তৈরির জন্য সঞ্চয় করেন, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছাতে দু'জনেরই অবদান থাকতে পারে।

এছাড়াও, জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের উন্নত সঞ্চয় অভ্যাসকে উৎসাহিত করে। প্রায়শই, আমরা একটি সঞ্চয় অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করি কিন্তু ছোট প্রয়োজনে তা তুলেনি। তবে, একটি যৌথ অ্যাকাউন্টে, উভয় অ্যাকাউন্টধারীর অনুমোদনের সঙ্গেই অর্থ তোলা যেতে পারে। যা আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে এবং আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের অসুবিধা

জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টের সবচেয়ে বড় অসুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল, অর্থ ব্যবস্থাপনা। যেহেতু টাকা তুলতে উভয় অ্যাকাউন্টধারীর মধ্যে যেকোনও একজনের অনুমোদন প্রয়োজন, তাই যদি একজন ব্যক্তি জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হন এবং অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাঙ্কের তহবিল অ্যাক্সেস করতে নাও পারেন।

যদি একজন অ্যাকাউন্টধারী ঋণ নেন, তাহলে উভয় অ্যাকাউন্টধারীকেই তা পরিশোধের দায়িত্ব নিতে হবে। অতএব, জয়েন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার আগে ঝুঁকিগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলার সময়, অন্য অ্যাকাউন্টধারীর আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। যেহেতু অ্যাকাউন্টে উভয় পক্ষের অধিকার রয়েছে, তাই যদি একজন ব্যক্তি অন্যজনের চেয়ে বেশি টাকা রাখেন, তাহলে ভবিষ্যতে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ হয়ে গেলে দু'জনেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

ফিক্সড ডিপোসিডের থেকে বেশি রিটার্ন! বিনিয়োগ করুন সরকারি এই স্কিমে, তবে ৩১ মার্চের আগেই

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিশেষ মহিলাদের জন্য চালু করা সঞ্চয় প্রকল্পটি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। ২০২৩ সালে চালু হওয়া মহিলা সম্মান সঞ্চয় শংসাপত্র (ধ্ধ(ঙ্ঘ) প্রকল্পের অধীনে চলতি বছর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। ১লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব আর হবে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী উপস্থাপিত বাজেটে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। তবে, ২০২৫ সালের উপস্থাপিত বাজেটে, অর্থমন্ত্রী এই প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে য়াওয়ার কোনও ঘোষণা করেননি। তাই, ৩১শে মার্চ ব্যাঙ্ক এবং ডাকঘর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সহ্গেই এই প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাবে। মহিলা সম্মান সঞ্চয় শংসাপত্র প্রকল্পের অধীনে ৭.৫ শতাংশ সুদ দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে কোনও স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্পে মহিলারা এত সুদ কোথাউ পান না। এই প্রকল্পটি ২ বছরে ম্য়াচিওর হয় এবং এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রকল্পে সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা জমা করা সম্ভব। এই প্রকল্প যেকোনও ব্যাঙ্কে খোলা যাবে। এর বাইরে, আপনি পোস্ট অফিসে একটি মহিলা সম্মান সঞ্চয় শংসাপত্র অ্যাকাউন্টও খোলা যায়। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই প্রকল্পে শুধুমাত্র মহিলাদের অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। আপনি যদি একজন পুরুষ হন, তাহলে আপনি আপনার স্ত্রী, মা, মেয়ে বা বোনের নামেও এই প্রকল্পে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। এটা একটা সরকারি প্রকল্প, তাই এতে বিনিয়োগ করা খুবই নিরাপদ। এই স্কিমে সম্পূর্ণ স্থির এবং নিশ্চিত রিটার্ন মেলা সম্ভব। এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সময় শুধুমাত্র ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তার পরে কেউ এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে না।